CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-121 ■ 1 February, 2026 ■ আগরতলা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৮ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের

আজ লোকসভায় বাজেট পেশ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার লোকসভায় ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন। লোকসভায় উপস্থাপনের পর বাজেটের অনুলিপি রাজ্যসভার পটেও রাখা হবে। ২০১৯ সালে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি হবে সীতারামনের টানা নবম বাজেট।

সংসদে বাজেট ভাষণ শেষ হওয়ার পর বাজেটের পূর্ণাঙ্গ নথি সরকারি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে সাধারণের জন্য উপলব্ধ করা হবে।

বাজেট পেশের পর অর্থমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মহাবিদ্যালয় থেকে আসা ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

এর আগে বাজেট প্রণয়নের অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে প্রাক-বাজেট পরামর্শ বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলিতে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্র, শিল্পমহল, আর্থিক খাত এবং পুঁজিবাজারের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

অন্যদিকে, কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক প্রাক-বাজেট আলোচনা করেন এবং সেই সুপারিশগুলির সংকলিত প্রতিবেদন অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা দেন। যুবসমাজ-সহ সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকেও প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে, যার প্রতিফলন এবারের বাজেটে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

জ্বরের রোগীকে হার্টের ওষুধ! অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। জ্বরে আক্রান্ত ১৭ বছরের বয়সী ছাত্রীকক হার্টের ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মধুপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। ওই ঔষধ দেওয়ার ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে ছাত্রী।

পরিবারের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক বা স্টাফদের অবহেলার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, জ্বর ও সর্দিকাশি নিয়ে মধুপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন তার মেয়েকে। কিন্তু চিকিৎসক বা স্টাফদের অবহেলার কারণে ছাত্রীর জীবনের নিরাপত্তা গুরুতরভাবে হুমকির মুখে পড়েছে, এই ধরনের ভুল অবিলম্বে তদন্ত করা প্রয়োজন।

এডিসির ২৮ আসনেই লড়বে জিএমপি ঃ রাধাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। আগামী এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনেই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ (জিএমপি)। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা।

তিনি জানান, গত ২৯ জানুয়ারি জিএমপির ২৩তম কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সক্রিয় উপস্থিতি দলীয় আন্দোলনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে বলেও তিনি দাবি করেন। ওই সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, সিপিআই(এম) নেত্রী বৃন্দা কারাত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রাধাচরণ দেববর্মা আরও জানান, দলের ২৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৬ জন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং ১৩৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনে আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিজেপি ও তিপরা মথার নেতৃত্বাধীন এডিসিকে দুর্নীতি ও লুটপাটের কেন্দ্র বলে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, চাকরির সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং বাম আমলে গড়ে ওঠা সম্পদ লিজ ও বন্ধক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এডিসি'র সম্পদ টাটা কোম্পানির কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে এবং কীভাবে ডুম্বুর জলাশয় বিশাখাপত্তনমের একটি সংস্থার হাতে চলে গেল।

রাধাচরণ দেববর্মা আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম পর্যালোচনা না করায় সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই হাজারীপাড়ায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব রাস্তা নির্মাণের কাজ স্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) এলাকার অন্তর্গত খোয়াই হাজারীপাড়ায় দুষ্কৃতিকারীদের অস্ত্রের আস্ফালনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এডিসি নির্বাচনের প্রাকলগ্নে এলাকায় সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অভিযোগ, হাজারীপাড়ায় রাস্তা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অস্থায়ী ক্যাম্পে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেয়। এর জেরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে শ্রমিকরা কাজ ফেলে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। শ্রমিকরা চলে যাওয়ার পর তাদের থাকার অস্থায়ী শেড ও ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে গেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও শিল্প বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে গেছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রথমেই বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর এলাকায় নিহারনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষখামার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিলোনীয়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন ভার্চুয়ালি। এই বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবন তৈরি করা হয়েছে ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে।

ঘোষখামার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের প্রত্যেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছায় সে দিশায় কাজ করছে সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে টিএসআর জওয়ানের তান্ডব, ভাঙচুর, মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। জিবি হাসপাতালে পেটের ব্যথার চিকিৎসা করাতে গিয়ে এক টিএসআর জওয়ান তপন দাস তাণ্ডব চালিয়েছেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি ইসিজি মেশিন, স্যালাইন স্টিক ও ওষুধের টেবিল ভাঙচুর করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

এক নার্স অভিযোগ করেন, টিএসআর জওয়ান তপন দাস হাসপাতালে অপারেশনের এক রোগীকে মারধর করেছেন এবং দুই নার্সকেও আঘাত করেছেন। এছাড়া, হাসপাতালে গেটের সামনে থাকা একটি বেসরকারি মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীও তার আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর জওয়ান তপন দাসকে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।

হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটার পর রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং হাসপাতাল প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে।

মোদির ভেলিডেশন অ্যাক্ট, বিভাজনমূলক ও জনস্বার্থ বিরোধী ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৫ সালের মার্চ মাসে প্রণীত ডেলিভেশন এক্ট-কে জনস্বার্থবিরোধী ও বিভাজনমূলক বলে উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেছেন, এই আইনটি পুরনো এবং নতুন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পেনশনারদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও বলেন, অষ্টম বেতন কমিশনের টার্মস অ্যান্ড রেফারেন্সে পুরনো পেনশনারদের (ওল্ড পেনশন স্কীম) সংক্রান্ত কোনো বিষয়ই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পেনশনারদের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পুরনো পেনশন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও বঞ্চিত হবেন।

তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৮২ সালের সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় ও সংবিধানের ১৪ নং ধারায় সমতার বিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পেনশনারদের 'আনফান্ডেড এবং নন কন্টিবিউটরি' হিসেবে তুলে ধরছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের বিচার-বিবেচনা করবে।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এই পদক্ষেপকে বিভাজনমূলক ও জনস্বার্থবিরোধী নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে এই প্রস্তাবনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, পুরনো পেনশনাররা ১৯৭২ সালের সি-সি-এফ পেনশন রুলস অনুযায়ী অবসরকালীন জীবনে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করার অধিকার রাখেন। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ তাদের স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় না এবং এটি নৈতিকভাবে অনৈতিক।

৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামছে নিগম ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি ।। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বড়সড় অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে আগরতলা পুর নিগম। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

মেয়র জানান, শহরকে যানজটমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হবে। এই বিষয়ে গতকাল এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেয়রের কথায়, আগরতলা শহরকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ ব্যবসায়ীদের কারণে যানজট ও জনদুর্ভোগের অভিযোগ জমা পড়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শহরের ফুটপাত দখল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট সৃষ্টি হলে সেখানে অভিযান চালানো হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত দুইজন, ক্ষতিগ্রস্থ বহু গাড়ি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। কাঁঠালতলী মহেশখলা শিল্প কারখানা সংলগ্ন এলাকায় বেপরোয়া একটি গাড়ির তাণ্ডবে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, নিয়ন্ত্রণ হারানো ওই গাড়িটি এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে একের পর এক যানবাহনে ধাক্কা মারে।

অভিযোগ, বেপরোয়া গাড়িটির ধাক্কায় বেশ কয়েকটি অটো, পুলিশের একটি জিপসি সহ একাধিক গাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 01-02-2026, 00:13

জাগরণ আগরতলা,১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
১৮ মাঘ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জাতপাতমুক্ত সমাজ অধরা ?

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে আসিয়াও যখন আমরা খবরের কাগজে বা আমাদের চারপাশে জাতিভেদের খবর দেখি, তখন মনে হয় আধুনিকতার প্রলেপ পড়িলেও মানসিকতার পরিবর্তন এখনও অনেক বাকি।এটি কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, বরং আমাদের মানবিক অগ্রগতির পথে এক বড় অন্তরায়। এই পরিস্থিতি কেন এখনও বজায় রহিয়াছে, তাহার পেছনে কিছু গভীর কারণ রহিয়াছে। কেন এখনও জাতপাতমুক্ত সমাজ অধরা ?

অনেক সময় দেখা যায়, রাজনীতিতে ''ভোট ব্যাংক'' হিসেবে জাতপাতকে ব্যবহার করা হয়। বিভাজন যত বেশি থাকে, মেরুকরণ তত সহজ হয়।

শহরের তুলনায় গ্রামগঞ্জে আজও প্রাচীন প্রথাগুলো ভীষণ শক্তিশালী। খাদ্যাভ্যাস, বিবাহ বা মেলামেশার ক্ষেত্রে আজও ''জাত'' একটি বড় মাপকাঠি হিসেবে রহিঢ়য়া গিয়াছে। আমরা স্বাক্ষর হইতেছি ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত উদার মানসিকতা গড়িয়া তোলার শিক্ষা এখনও সবার কাছে পৌঁছায়নি। উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অনেক সময় জাতপাতের শ্রেষ্ঠত্ব বা নীচতা নিয়ে ধারণা গেঁথে থাকিতে দেখা যায়। বছরের পর বছর ধরে চলা আর্থ-সামাজিক শোষণ একটি বিশাল ব্যবধান তৈরি করিয়া রাখিয়াছে, যাহা শুধু আইন দিয়া মেটানো সম্ভব নয়।

'জাতপাতের এই দেওয়াল ভাঙতে প্রয়োজন শুধু সরকারি নীতি নয়, বরং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত স্তরে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। 'উত্তরণের পথ কী হইতে পারে ? ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে সমমর্য্যাদা এবং মানবিকতার পাঠ দেওয়া। সামাজিক আদানপ্রদান যত বাড়িবে, ভেদাভেদ তত কমিবে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটানো, যাহা কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসকে উপড়ে ফেলিতে পারে।সত্যিই, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের পরিচয়ের আগে মানুষের পরিচয়কে বড় করিয়া দেখিতেছি, ততক্ষণ এই সমস্যার সমাধান কঠিন।

জাতিভেদ বা উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ সমাজের সংহতি নষ্ট করে এবং উন্নয়নের পথে বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এটি দূর করা রাতারাতি সম্ভব নয়, তবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।জাতিভেদ প্রথার মূলে রহিয়াছে প্রাচীন কুসংস্কার। আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা মানুষকে শেখায় যে মানুষের পরিচয় তাহার কাজ ও আচরণে, জন্মগত পরিচয়ে নয়। পাঠ্যপুস্তকে সাম্য এবং মানবিকতার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।অনেক সময় জাতিভেদ প্রথা অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে যুক্ত থাকে। নিম্নবর্ণ বা পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হইলে তাহারা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়।সামাজিক দূরত্ব কমানোর অন্যতম কার্যকর উপায় হইলো আন্তঃবর্ণ বা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হওয়া। বিভিন্ন উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ সামাজিক দেয়াল ভাঙিয়া দিতে সাহায্য করে।সংবিধানে সাম্যের কথা বলা থাকিলেও বাস্তবে অনেক সময় বৈষম্য দেখা যায়। জাতিগত বৈষম্য বা নিগ্রহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা এবং তার নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেউ যাহাতে জাতপাতের দোহাই দিয়া কাউকে ছোট করিতে না পারে, তাহার জন্য আইনি সুরক্ষা জরুরি।রাজনীতিবিদদের উচিত ভোটের স্বার্থে জাতে-জাতে বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে মনোযোগ দেওয়া। যখন নেতৃত্ব পর্যায় থেকে সাম্যের ডাক আসে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য ও সুপ্রিম কোর্টের রায়

মর্যাদা, সমতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

বিহান গুহ

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ভারত অনেক এগিয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রগতি গোটা বিশ্বকে ঈর্শান্বিত করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্থান হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, মানুষকে আজও চিন্তাধারায় সঙ্কীর্ণতা গ্রাস করে রেখেছে। তাই, ঋতুস্রাব নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা পড়েছে। ঋতুস্রাব (Menstruation) একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, যা নারী ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা সত্ত্বেও ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশে ঋতুস্রাব এখনো সামাজিক লজ্জা, কুসংস্কার, বৈষম্য ও নীরবতার আবরণে আবদ্ধ। ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য কেবল একটি চিকিৎসাবিষয়ক ইস্যু নয়; এটি নারীর মর্যাদা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সমতা এবং মৌলিক মানবাধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

ভারতের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সমতা, মর্য্যাদা ও সুস্থ জীবনের অধিকার প্রদান করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টের সামনে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ও পর্যবেক্ষণগুলো এই বিষয়টিকে একটি সামাজিক-সাংবিধানিক প্রশ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই, ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্যের ধারণা, ভারতের সামাজিক বাস্তবতা, সাংবিধানিক অধিকার, এবং সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ঋতুস্রাব হলো নারীর প্রজনন ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক মাসিক প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণ রক্তের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সাধারণত ১২ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ, পরিষ্কার জল ও

স্যানিটেশন সুবিধা, ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও শিক্ষা, ব্যথা, সংক্রমণ ও মানসিক চাপের চিকিৎসা এবং সামাজিক সম্মান ও বৈষম্যহীন পরিবেশ। অর্থাৎ এটি কেবল শারীরিক নয়, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার সঙ্গেও যুক্ত।

ভারতের বহু অঞ্চলে আজও ঋতুস্রাবকে ''অশুচি'' বা ''অপবিত্র'' হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে মেয়েদের মন্দিরে প্রবেশে বাধা, রান্নাঘরে যাওয়া নিষেধ, স্কুল বা কাজে অনুপস্থিতি এবং আলাদা ঘরে বা কোণে বসে থাকা, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো নারীর আত্মসম্মান ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। গ্রামীণ ও দরিদ্র পরিবারে বহু কিশোরী ঋতুস্রাবের সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, পর্যাপ্ত স্যানিটারি প্যাডের অভাবে সংক্রমণে ভোগে এবং ধীরে ধীরে স্কুলছুট হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রেও অনেক নারী ব্যথা ও অস্বস্তি সত্ত্বেও কাজ করতে বাধ্য হন, কারণ এ বিষয়ে কথা বলাকে এখনো দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়।

ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য ভারতের সংবিধানের একাধিক ধারার সঙ্গে যুক্ত। অনুচ্ছেদ ১৪ — সমতার অধিকার। এই ধারা অনুসারে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ঋতুস্রাবের কারণে বৈষম্য এই অধিকারের পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ ১৫ — বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ। এই ধারা অনুসারে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ। ঋতুস্রাবজনিত কারণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা এই ধারার লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ২১ — জীবন ও মর্য্যাদার অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে বলেছে, ''জীবন'' মানে কেবল বেঁচে থাকা নয়, মর্য্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকা। ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য এই মর্য্যাদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে দাবি করা হয় সমস্ত কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঋতুস্রাবের সময় বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করা হোক। সুপ্রিম কোর্ট এই দাবিকে আইন হিসেবে বাধ্যতামূলক করতে অস্বীকার করে। আদালত বলে, এই বিষয়টি নীতিনির্ধারণের আওতায় পড়ে এবং আদালত সংসদের বিকল্প হতে পারে না। তবে আদালত এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, ঋতুস্রাব একটি বাস্তব জৈবিক সত্য। নারীদের এই সময় মর্য্যাদা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখা উচিত। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা অপমান গ্রহণযোগ্য নয়। এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আদালত আইন না করলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে।

একাধিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, সরকারি স্কুলে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ, মেয়েদের জন্য আলাদা ও পরিষ্কার শৌচাগার এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচি পালন করতে হবে। আদালতের মতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।সুপ্রিম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে বলেছে, ঋতুস্রাবজনিত বিশেষ সুবিধা কি নারীদের আরও বেশি প্রান্তিক করে তুলবে? আদালতের আশঙ্কা ছিল, বাধ্যতামূলক ছুটি দিলে নিয়োগকর্তারা নারী নিয়োগে অনীহা দেখাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নারীদের 'কম সক্ষম' হিসেবে চিহ্নিত করা হতে পারে। এই কারণে আদালত ভারসাম্যের কথা বলেছে, যা সুরক্ষা ও সমতার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখবে।

যদিও সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি আইন প্রণয়ন করেনি, তবে আদালত রাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার দায়িত্ব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, জনস্বাস্থ্য নীতিতে ঋতুস্রাবকে অন্তর্ভুক্ত করা, গ্রামীণ ও দরিদ্র অঞ্চলে বিশেষ নজর এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও লজ্জামুক্ত আলোচনা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারি প্রকল্প যেমন, কিশোরী স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, এই উদ্যোগগুলোকে আরও কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে।

ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্য এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আলোচনার অংশ। রাষ্ট্রসংঘ একে লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার এবং স্বাস্থ্যের অধিকার-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয় তা হল, আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং পুরুষ ও সমাজের অন্যান্য অংশকে সচেতন করা। সুপ্রিম কোর্টের রায় এই পরিবর্তনের একটি ভিত্তি তৈরি করেছে।বলে রাখা উচিত মনে করছি, ঋতুস্রাব কোনো দুর্বলতা নয়, এটি মানব জীবনের স্বাভাবিক সত্য। সুপ্রিম কোর্ট ঋতুস্রাবজনিত স্বাস্থ্যকে আইনগতভাবে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলেও, একে মর্য্যাদা, সমতা ও মানবাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই রায় আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সামাজিক পরিবর্তন কেবল আদালতের নির্দেশে আসে না; আসে মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তবেই ঋতুস্রাবজনিত নীরবতা ভাঙবে এবং নারীরা সত্যিকারের সমতা ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক, রেল ও ডিজিটাল সংযোগ প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, সংসদে দাবি

নয়াদিল্লি: উত্তর-পূর্বাঞ্চল (নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন)-এর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে কেন্দ্র সরকারের গৃহীত সড়ক, রেল ও ডিজিটাল সংযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বড় প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার এই তথ্য জানিয়েছেন।

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৪ সালে যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১০, ৯০৫ কিলোমিটার, তা বৃদ্ধি পেয়ে ০১.০৪.২০২৫ তারিখে ১৬,২০৭ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে ৩,৬৩৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মোট ১৭৭টি জাতীয় সড়ক প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মোট ব্যয় প্রায় ৮৭,১১৯ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা শুরু হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে মোট ১৭,৬৬৬টি সড়ক প্রকল্প (৮৯,৫০৩ কিলোমিটার) এবং ২,৩৯৬টি সেতু প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৬,৫৪৭টি সড়ক প্রকল্প (৮১,৪৪৮ কিলোমিটার) এবং ২,১২৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে রাজ্য অংশসহ মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫৩, ৩৫৩.৪৯ কোটি টাকা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৮,২৬০.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪৭টি সড়ক ও সেতু প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৫০০টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, যার ব্যয় প্রায় ৪, ৯১৫ কোটি টাকা।

রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, রেল প্রকল্পগুলি রাজ্যভিত্তিক নয়, বরং জোনাল রেলওয়ে ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়, কারণ এই প্রকল্পগুলি একাধিক রাজ্য ও জেলার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। ০১.০৪.২০২৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত মোট ১২টি রেল প্রকল্প (৮টি নতুন লাইন ও ৪টি ডাবলিং) অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৭৭৭ কিলোমিটার এবং আনুমানিক ব্যয় ৬৯,৩৪২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭৮ কিলোমিটার রেলপথ চালু হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ভারতনেট প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬,৩৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে উচ্চগতির ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকার-অর্থায়িত ৪জি স্যাচুরেশন প্রকল্প ও অন্যান্য মোবাইল প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৩,৭১৮টি মোবাইল টাওয়ার চালু হয়েছে, যা ৫,৩৬৬টি গ্রাম ও এলাকাকে কভার করছে।

সরকার জানিয়েছে, এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নকাল নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর, যেমন ভৌগোলিক অবস্থান, দুর্গম পার্বত্য এলাকা, জমির প্রাপ্যতা, আইনি অনুমোদন, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই প্রকল্পগুলির সুফলের মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণকে দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও কৃষিজ সামগ্রীর দ্রুত পরিবহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং শিল্প কারখানা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

ডিসেম্বর ২০২৪-এ আগরতলায় অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব পরিষদের (এনইসি) ৭২তম পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ডোনার আটটি হাই-লেভেল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। প্রতিটি টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন উত্তর-পূর্বের এক একজন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে নর্থ-ইস্ট ইকোনমিক করিডর (এনইইসি) সংক্রান্ত এইচএলটিএফ-এর আহ্বায়ক মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। এই টাস্ক ফোর্সে ডোনার-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অসম, মেঘালয় ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীরা সদস্য হিসেবে রয়েছেন। এনইইসি সংক্রান্ত এইচএলটিএফ-এর লক্ষ্য হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও বিনিয়োগ পরিবেশ মূল্যায়ন, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের কৌশল নির্ধারণ। ইতিমধ্যেই এই টাস্ক ফোর্সের তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়ন। এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, যুব ও মহিলাদের জীবিকা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্প চালুর পর থেকে ২১.০১.২০২৬ পর্যন্ত মোট ৬, ০৪৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।ডোনার-এর বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং প্রকল্প পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। তবে, ডোনার মন্ত্রক ও ফিল্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এফটিএসইউ), প্রকল্প মান নিরীক্ষক (পিকিউএম), তৃতীয় পক্ষের প্রযুক্তিগত পরিদর্শন সংস্থা (টিপিটিআই) এবং মন্ত্রক ও এনইসি-এর আধিকারিকদের মাধ্যমে নিয়মিত নজরদারি করে। এই পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলি ডিজিটাল পর্যবেক্ষণের জন্য পূর্বোত্তর বিকাশ সেতু (পিভিএস) পোর্টালে আপলোড করা হয় এবং পিএম গতি শক্তি পোর্টালের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত আপডেট করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার : ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির সফল সমাপ্তি

নয়াদিল্লি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহারকে আয়ুষ গবেষণায় আরও সুসংহত ও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির সফল সমাপ্তি ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (সিসিআরএএস)। আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্থ এই সংস্থাটি ৩০ জানুয়ারি তার এআই ইন আয়ুষ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করে।

এই ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ১৫ ডিসেম্বর, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আয়ুষ গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যনির্ভর (ডেটা-ড্রিভেন) পদ্ধতির প্রয়োগ জোরদার করা। কর্মসূচির জন্য মোট ১৮০টি আবেদন জমা পড়ে, যার মধ্য থেকে একটি সুসংগঠিত স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৩ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত ইন্টার্নদের অধিকাংশই নয়াদিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী।এই কর্মসূচির মাধ্যমে ইন্টার্নদের আয়ুষ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা দেওয়া

হয়। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা একাধিক এআই-ভিত্তিক প্রকল্পে কাজ করেন, যার মধ্যে ছিল ঔষধি উদ্ভিদ গবেষণা, বায়োইনফরমেটিক্স, প্রকৃতি নির্ণয়, মেডিক্যাল ইমেজিং, ভঙ্গি শনাক্তকরণ এবং পাণ্ডুলিপির অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর) সংক্রান্ত কাজ। এই প্রকল্পগুলি সিসিআরএএস-এর ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, প্রমাণভিত্তিক তথ্য সৃজন এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থার প্রযুক্তিনির্ভর যাচাইয়ের বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।ইন্টার্নশিপ কর্মসূচিটি ছিল একটি আন্তঃবিষয়ক ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শিক্ষার পরিবেশ, যেখানে ইন্টার্নরা ঐতিহ্যবাহী আয়ুষ ধারণার সঙ্গে আধুনিক কম্পিউটেশনাল টুলের সমন্বয় ঘটানোর সুযোগ পান। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি তরুণ প্রতিভাদের যুক্ত করে এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সিসিআরএএস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের প্রতি অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন বলে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই উদ্যোগ আয়ুষ গবেষণায় একটি শক্তিশালী গবেষণা পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে এবং প্রমাণভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে আয়ুষকে মূলধারায় আনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির সমন্বয় করেন ড. রাকেশ নারায়ণ ভি., অফিসার-ইন-চার্জ (আইটি), সিসিআরএএস, তাঁর সঙ্গে ছিলেন নমন গোয়েল, সাহিল, ড. গগনদীপ এবং সিসিআরএএস সদর দপ্তরের আইটি সেলের অন্যান্য কারিগরি আধিকারিকরা।কর্মসূচির সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর রবিনারায়ণ আচার্য, ডিরেক্টর জেনারেল, সিসিআরএএস। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন ড. এন. শ্রীকান্ত, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, সিসিআরএএস, কাউন্সিলের ঊর্ধতন আধিকারিক ও গবেষণা আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা ইন্টার্নদের কাজের প্রশংসা করেন এবং আয়ুষ ব্যবস্থায় প্রমাণভিত্তিক গবেষণা জোরদার করতে উদীয়মান প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।সমাপনী ভাষণে প্রফেসর আচার্য আয়ুষ ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে সিসিআরএএস-এর চলমান উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইন্টার্নশিপ চলাকালীন বিকশিত অ্যাপ্লিকেশন ও প্রকল্পগুলিকে ভবিষ্যতে যাচাই ও সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কাঠামোর মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 1
31-01-2026, 23:17

শনিবার আগরতলার প্রগতি বিদ্যাভবন স্কুলের বার্ষিকী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মমতা সরকারকে তীব্র আক্রমণ শাহের, 'ট্রিপল ইঞ্জিন' পাল্টা খোঁচা তৃণমূলের

ব্যারাকপুর/কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি: আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে বিজেপির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, আনন্দপুরের আগুনের ঘটনা কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুর্নীতির ফল"।

ভাষণের শুরুতেই তিনি নিহত শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে বলেন, "আনন্দপুরে মোমো কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের প্রাণ গিয়েছে, ২৭ জন নিখোঁজ।" যদিও সরকারি সূত্রে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি।

শাহ প্রশ্ন তোলেন, সংশ্লিষ্ট গুদামের মালিককে এখনও কেন গ্রেফতার করা হয়নি এবং তিনি কার 'ঘনিষ্ঠ'। বিজেপির তরফে আগেই দাবি করা হয়েছে, একটি বেসরকারি খাদ্য সংস্থার কর্ণধারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সেই ইঙ্গিতেই শাহ বলেন, "মমতাজি, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অগ্নিকাণ্ডের পর ৩২ ঘণ্টা পর্যন্ত কোনও মন্ত্রী ঘটনাস্থলে যাননি, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র ছিল না, জলাভূমির উপর গুদাম তৈরি হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি ছিল। তাঁর কথায়, "ভিতরে মানুষ চিৎকার করছিলেন, কিন্তু বেরোতে পারেননি।" তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "এপ্রিলের পরে বিজেপি সরকার এলে দায়ীদের জেলে পাঠানো হবে।"

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রসঙ্গেও শাহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, রাজ্য জমি দিচ্ছে না বলেই কাজ আটকে আছে। তিনি বলেন, "৩১ মার্চের মধ্যে জমি দিন বা না দিন, বিজেপি সরকার এলে ৪৫ দিনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে।"

শাহের বক্তব্যের পরই তৃণমূল কংগ্রেস পাল্টা আক্রমণে নামে। দলীয় সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, গুজরাতে 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকার থাকা সত্ত্বেও বারবার সেতু ভেঙে পড়ার মতো পরিকাঠামোগত বিপর্যয় ঘটছে তার দায় কার? "ঈশ্বরের হাত, না জালিয়াতি?" এমন প্রশ্ন তোলে তৃণমূল।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তৃণমূলের প্রশ্ন, সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব বিএসএফ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র কেন সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে পারছে না। দলটির দাবি, অনুপ্রবেশের দায় একতরফাভাবে রাজ্যের ওপর চাপানো ঠিক নয়। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই বাকযুদ্ধ নতুন করে তাপমাত্রা বাড়িয়েছে, বিশেষ করে আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত ও দায় নির্ধারণ নিয়ে।

বেলুচিস্তানে সমন্বিত সন্ত্রাসী হামলা নিরাপত্তা বাহিনীর ১০, ৩৭ বিদ্রোহী নিহত

ইসলামাবাদ, ৩১ জানুয়ারি: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বেলুচিস্তান প্রদেশে শনিবার সকালের "সমন্বিত" সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ১০ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা কাররবাইয়ে ৩৭ জন বিদ্রোহী হামলাকারী মারা গেছে, সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রদেশটি, যা আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সীমান্ত শেয়ার করে, বহু বছর ধরেই বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে সন্ত্রাসীরা নিরাপত্তা বাহিনী, সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বৈদেশিক নাগরিকদেরও লক্ষ্য করেছে।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, হামলায় নিহত ১০ জন নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সম্মান জানিয়ে, নিরাপত্তা বাহিনী ৩৭ জন বিদ্রোহী হত্যা করেছে বলে তিনি প্রশংসা করেছেন।

প্রদেশ সরকারের এক কর্মকর্তা শাহত রিন্দ এক্সে পোস্ট করে জানিয়েছেন, গত দুইদিনে প্রদেশজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন স্থানে ৭০-এরও বেশি সন্ত্রাসী নিহত করেছে। তিনি বলেন, "তারপরও কয়েকটি স্থানে সন্ত্রাসীদের হামলার চেষ্টা হয়েছে, যেগুলো পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার কর্পস সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিহত করেছে।"

বেলুচিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বখত মুহাম্মদ কাকার জানান, শনিবার সকালে প্রায় একই সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা শুরু হয়।

এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে বড় সন্ত্রাসী সংগঠন বেলুচ লিবারেশন আর্মি। সংগঠনের পক্ষ থেকে এএফপি-তে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলা সেনা আর পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।

শনিবারের এই হামলা এমন এক দিন ঘটল, যখন আগের দিনই সামরিক বাহিনী প্রদেশে দুটি পৃথক অভিযানে ৪১ জন বিদ্রোহী নিহত হওয়ার খবর দিয়েছে।

দশক ধরে পাকিস্তান বেলুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ দমন করছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে প্রধানত বেলুচ জনগোষ্ঠী বসবাস করে এবং তারা প্রায়ই রাজনৈতিক বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক অবহেলার অভিযোগ করে আসছে। গত মার্চ ২০২৫ এ বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একটি ট্রেন দখল করে, এতে ৪৫০ যাত্রী ছিলেন এবং অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বেলুচিস্তান অঞ্চলের কিছু অংশ ইরানের দক্ষিণপূর্ব সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে উল্লেখযোগ্য বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

ভোটের আগে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক টানাপোড়েন, গণভোট প্রচারে সরকারি কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে ইসির সতর্কতা

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও সরকারের মধ্যে স্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক মতপার্থক্য সামনে এসেছে। সরকারি কর্মচারীরা "হ্যাঁ" বা "না" ভোটের পক্ষে প্রচার করলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন, যদিও সরকারের উপদেষ্টা ও একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা প্রকাশ্যে "হ্যাঁ" ভোটের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার রিটার্নিং অফিসার ও জ্যেষ্ঠ আমলাদের পাঠানো এক নির্দেশিকায় ইসি জানায়, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি ভোটারদের গণভোটে কোনও পক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করেন, তা হলে তিনি গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। কমিশন স্পষ্ট করেছে, সরকারি কর্মীরা তথ্য প্রচার করতে পারলেও ভোটারদের পছন্দ প্রভাবিত করার অধিকার তাদের নেই।

তবে ইসির এই সতর্কবার্তার সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের তীব্র বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ, উপদেষ্টা, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং সরকারি সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে "হ্যাঁ" ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে "হ্যাঁ, পরিবর্তনের জন্য" স্লোগানযুক্ত ব্যানার দেখা যাচ্ছে এবং সরকারি যোগাযোগ মাধ্যমেও গণভোটের সুফল তুলে ধরা হচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা এএফএম খালিদ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলি রিয়াজ প্রকাশ্যে নাগরিকদের "হ্যাঁ" ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিরোধিতাকে সংস্কারবিরোধী হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আরপিও-র ৮৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও সরকারি কর্মচারী যদি নিজের পদমর্যাদার অপব্যবহার করে ভোট প্রভাবিত করেন, তবে তার পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। তবে আইন প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায়, আইনের নির্বাচনী প্রয়োগ এবং ইসির কর্তৃত্ব ক্ষুণ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে আলি রিয়াজ ইসির ব্যাখ্যা খারিজ করে বলেন, সংস্কারের পক্ষে প্রচারে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই এবং তিনি আন্তর্জাতিক নজিরের কথাও উল্লেখ করেন।

সমালোচকদের মতে, এই অবস্থান নিরপেক্ষ প্রশাসনের নীতিকে দুর্বল করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে গণভোটের ফল প্রভাবিত করার ঝুঁকি তৈরি করে। বিতর্ক আরও বাড়ে যখন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এক টেলিভিশন ভাষণে প্রকাশ্যে "হ্যাঁ" ভোট সমর্থন করেন। এতে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক অবস্থানের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এদিকে ইসি পুনরায় জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন ও গণভোট পরিচালনার একমাত্র দায়িত্ব তাদের, সরকারের নয়। একই দিনে সংবেদনশীল সংসদীয় নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হওয়ায় বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ইসির নির্দেশ অমান্য চলতে থাকলে ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে এবং পূর্বনির্ধারিত ফল নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ আরও জোরদার হতে পারে।

ঘুষের অভিযোগে মার্কিন তদন্তে সহযোগিতায় সম্মত আদানি গোষ্ঠী, সমন গ্রহণে রাজি গৌতম ও সাগর আদানি

নয়াদিল্লি/অহমদাবাদ, ৩১ জানুয়ারী: মার্কিন সংস্থার পাঠানো আইনি সমন গ্রহণে সম্মত হয়েছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং তাঁর ভাইপো সাগর আদানি। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁরা এই সমন গ্রহণে রাজি হয়েছেন। সমন পাঠিয়েছে মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

এসইসি এবং নিউ ইয়র্কের বিচারবিভাগ একযোগে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অভিযোগ, আদানি গ্রিন লিমিটেডের পদাধিকারী হিসেবে গৌতম আদানি ও সাগর আদানি গোপনে ভারতীয় সরকারি আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি আদায় করেছিলেন। এতে আদানি গ্রিন এবং আজুরে পাওয়ার নামে একটি সৌরশক্তি সংস্থা উপকৃত হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এসইসি-র ওয়েবসাইটেও নথিভুক্ত রয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন জেলা আদালতে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়েছে। মার্কিন আদালতে মামলা হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আদানি গ্রিন আমেরিকান লগ্নিকারীদের কাছ থেকে প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, আজুরে পাওয়ারের শেয়ার নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে। আজুরে পাওয়ারের কর্তা সিরিল কাবানেস-এর বিরুদ্ধেও এসইসি অভিযোগ গঠন করেছে।

এসইসি ভারতে সমন পাঠাতে হেগ কনভেনশন-এর আওতায় আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছে। ভারত এই ব্যবস্থার অন্যতম অংশীদার হওয়ায়, বিদেশি আদালতের আইনি সহায়তার অনুরোধ কার্যত বিবেচনা করতে বাধ্য। সেই সূত্রেই গত বছর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক আহমেদাবাদের একটি আদালতকে সমন পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সূত্রের দাবি, প্রথমে কিছু বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত গৌতম ও সাগর আদানি সমন গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। পিটিআই জানিয়েছে, তাঁদের মার্কিন আইনজীবীরাই সমন গ্রহণ করবেন। এর ফলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এগোবে।

আইনি সূত্রে জানা গেছে, বিচারকের অনুমোদনের পর অভিযুক্তরা ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ খারিজের আবেদন বা নিজেদের পক্ষে নথি জমা দিতে পারবেন। এরপর এসইসি ৬০ দিনের মধ্যে তাদের প্রমাণ ও বক্তব্য পেশ করবে। চূড়ান্ত অভিযোগের জবাব দিতে গৌতম ও সাগর আদানিকে আরও ৪৫ দিন সময় দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আদানি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের ৬৪তম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন সাবিত্রী ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের ৬৪তম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।আগামী মাসের ২ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই অধিবেশনে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সমতা এবং কল্যাণমূলক নীতিসহ সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। বার্ষিক এই অধিবেশন সদস্য দেশগুলির জন্য একটি বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যেখানে অগ্রগতি পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সেরা অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ থাকে।নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অধিবেশনে ভারতের অংশগ্রহণ সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক উদ্যোগে দেশের অব্যাহত সম্পৃক্ততার প্রতিফলন। একই সঙ্গে এটি বৈশ্বিক সামাজিক নীতির অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলিতে গঠনমূলক সংলাপে ভারতের অঙ্গীকারকেও তুলে ধরে। মন্ত্রকের মতে, এই সফর জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার সুযোগও তৈরি করবে।

ডিজিএইচএস জানাল নিট পিজি রাউন্ড-৩ কাউন্সেলিং পুনরায় শুরু নতুন রেজিস্ট্রেশন ও অতিরিক্ত সিট যুক্ত

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস আজ ঘোষণা করেছে যে নিট পিজি ২০২৫-এর রাউন্ড-৩ কাউন্সেলিং পুনরায় শুরু করা হয়েছে। এই রাউন্ডে নতুন রেজিস্ট্রেশনের সুযোগসহ অতিরিক্ত সিট যুক্ত করা হয়েছে, যা যোগ্য প্রার্থীদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে বলা হয়েছে, রাউন্ড-৩ কাউন্সেলিং পুনরায় চালু হয়েছে এবং প্রার্থীদের আবেদন করতে ও পছন্দসই কলেজ/কোর্সের জন্য নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত সিট সংযোজন অধিকাংশ প্রার্থীর জন্য সুযোগ বাড়াবে।এই কাউন্সেলিং ফেজটি মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি পরিচালনা করছে, যেখানে নতুন রেজিস্ট্রেশন ও সিট মেট্রিক্স আপডেট করা হয়েছে। প্রার্থীদের অফিসিয়াল এমসিসি ওয়েবসাইটে বিস্তারিত সময়সূচি ও নিয়মাদি যাচাই করার অনুরোধ করা হয়েছে। এই রাউন্ডে প্রায়োগিকভাবে মোট ৫০ অল-ইন্ডিয়া কোটা সিট এবং কেন্দ্রীয়/ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সিটের কাউন্সেলিং অন্তর্ভুক্ত।

এনসিপি বিধায়কদলনেত্রী নির্বাচিত সুনেত্রা পাওয়ার

মুম্বই, ৩১ জানুয়ারি: জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সুনেত্রা পাওয়ারকে আজ সর্বসম্মতিক্রমে দলের বিধায়কদলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের বিধান ভবন চত্বরে প্রয়াত অজিত পাওয়ার-এর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সপ্তাহের শুরুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং সুনেত্রা পাওয়ারের স্বামী অজিত পাওয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণের পর দলীয় নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাজনৈতিক মহলে মত। বৈঠকে প্রবীণ এনসিপি নেতা দিলীপ ওয়ালসে পাটিল সুনেত্রা পাওয়ারের নাম প্রস্তাব করেন। খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহমন্ত্রী ছগন ভুজবল সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানান। এরপর সর্বসম্মতভাবে তাঁকে বিধায়কদলনেত্রী নির্বাচিত করা হয়।

দুর্বল ব্যাংকে অনিরাপদ তারল্য সহায়তা না দিতে বাংলাদেশকে আইএমএফের সতর্কবার্তা

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অনিরাপদ তারল্য সহায়তা না দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে সতর্ক করেছে। সংস্থাটি বলেছে, বিশ্বাসযোগ্য সংস্কার ছাড়া এ ধরনের পদক্ষেপ আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইএমএফ জানায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়েছে, অথচ মূল্যস্ফীতি এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেযা সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থিক খাতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৭ শতাংশে, যা ২০২৪ অর্থবছরে ছিল ৪.২ শতাংশ। ২০২৪ সালের অস্থিরতা, কড়াকড়ি নীতি এবং দুর্বল বিনিয়োগের প্রভাবেই এই ধীরগতি দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। মূল্যস্ফীতি আগের দ্বিগুণ অঙ্কের স্তর থেকে কিছুটা কমলেও অক্টোবরে বছরওয়ারি হিসাবে তা ৮.২ শতাংশে অবস্থান করছে, যা এখনও উদ্বেগজনক।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা গেলেও অর্থবছর ২৫-এ কর রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমএফ।

ব্যাংকিং খাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিস্তৃত সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে সংস্থাটি। এর মধ্যে রয়েছে সম্পদের মান যাচাই, প্রকৃত মূলধন ঘাটতির স্পষ্ট হিসাব, শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা এবং উন্নত সুশাসন। আইএমএফ সতর্ক করে বলেছে, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অনিরাপদ তারল্য সহায়তা দিলে আর্থিক খাতের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে।

পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি মুদ্রানীতি, বিনিময় হার সংস্কারের পূর্ণ বাস্তবায়ন, রাজস্ব আহরণ জোরদার, ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ এবং সুশাসন সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে আইএমএফ। সংস্থাটি মনে করছে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে আগামী প্রশাসনের ধারাবাহিক ও দৃঢ় নীতিগত পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কলকাতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনের মৃত্যু: রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিজেপির তীব্র সমালোচনা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার সাম্প্রতিক কারখানা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। দলের মুখপাত্র গুরু প্রকাশ পাসওয়ান অভিযোগ করেন, এই ঘটনাটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি "মানবসৃষ্ট বিপর্যয়"।

তিনি বলেন, এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব স্পষ্ট। পাসওয়ানের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারখানার সিইও-র পক্ষ নিয়েছেন বলেই প্রশাসনিক কঠোরতা দেখা যায়নি।বিজেপি মুখপাত্র আরও দাবি করেন, চলতি মাসেই রাজ্যের পাঁচটি আলাদা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। তবুও রাজ্য সরকার নীরব থেকেছে বলে অভিযোগ তাঁর।ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বিজেপি জানায়, দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

শনিবার আগরতলা শিক্ষা ভবনের সামনে ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের কলমে গল্পগুচ্ছ

বৃষ্টি

সকাল থেকেই ইলিশে গুঁড়ির মতো সমান তালে বৃষ্টি পরে চলেছে। চতুর্দিকে মেঘ কালো করে এসেছে। রবি ঠাকুরের ভাষায়, ”আজি ঝড়ো ঝড়ো বাদল মুখর দিনে।” মেঘ বৃষ্টির লুকোচুরির মাঝে এক চিলতে রামধনু রঙা মেঘ সারা আকাশ যেন মাতিয়ে রেখেছে । মা মা আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ভ্যান কাকু এলে প্লিজ না করে দিও। আচ্ছা রান্নাঘর থেকে উত্তর মা পায়েলের উমা আজ খিচুড়ি খাবো। অনেকদিন তোমার হাতের খিচুড়ি রান্না খাইনি উ তার সঙ্গে পাপড় ভাজা, ডিমের কারি আর পায়েস খাবো উ আচ্ছা জু হুকুম বলে মেয়ের মুখে জলখাবার তুলে দিয়ে সম্মতি পায়েলের উ স্বামী সকাল সকাল অফিস বেড়োতেই একদফা রান্নার কাজ এগিয়ে যায় পায়েলের তারপর আবার আজ বৃষ্টির জন্য মেয়ের স্পেশাল অর্ডার। আজ সমানতালে বৃষ্টি পরেই চলেছে উ রান্নাঘরে মেয়ের আবদারের ফাঁকেই নিজে একটু পেট পুজো করে নিলো পায়েল। আর যাই হোক নিজের যোলো বছরের বিবাহিত জীবনে এটা হাড়ে হাড়ে বুজেছে পায়েল যে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। অন্যদিকে, আজ আবার শুশুর শাশুড়ির মৃত্যুবার্ষিকী পড়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও অনাথ আশ্রমের কিছু বাচ্চাদের খাওয়াতে যাবে পায়েল উ সেইমতো রান্নার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ।সুমিতও অফিস থেকে একবারে আশ্রমে চলে যাবে। একদিকে ভালোই হয়েছে মিনি আজ স্কুলে যায়নি। আগেরবার ও যেতে পারেনি বলে পায়েলের মন খারাপ হয়েছিল উ এবার মিনিকে দিয়েই বাচ্চাদের খাওয়ানো করাবে বলে পায়েল মনে মনে এটাই ভাবছিল উ বহু প্রতীক্ষিত খিচুড়ি রান্না হয়ে যেতেই একটু টেস্ট করে নেওয়া। খুব ভালো হয়েছে মা। ফ্রিজে তুলে রেখে দাও, আশ্রম থেকে ঘুরে এসে খাবো।মা মা আজ আমি না নিজের হাতে বাচ্চাদের খাওয়াবো। মেয়ের কথা শুনে মনে মনে হাসতে থাকে পায়েল। যেন ও নিজে কত বড় উ সুমিতও চলে এসেছে, বৃষ্টি থামায় আকাশও পরিস্কার হয়ে গিয়েছে উ মিনিও নিজের হাতে আশ্রমের বাচ্চাদের পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশন করতে করতে কখন যে আশ্রমের বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে আর তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে গিয়েছে তা যেন ঘুনাক্ষরে টেরও পায়নি পায়েল সুমিত। শেষমেষ তাদের দেখা দেখি তারাও খেতে বসল। না আজ সত্যিই একটা অন্যরকম বৃষ্টি দেখার দিন এলো তাদের জীবনে। বৃষ্টিমুখর আশ্রমের আজকের এই দিন সত্যিই মনের মনিকোঠায় তুলে রাখবে পায়েল সুমিত।

বাইশে শ্রাবণ

আজ বাইশে শ্রাবণ, বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস। না আপামর বাঙালির মত রিমিতার মনও আজ ভীষণই বিমর্ষ উ সকাল থেকেই সে যেন গুম হয়ে রয়েছে। সে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এমএ করছে উ মাও গানের শিক্ষিকা, বাবা মিউজিক কলেজের পার্শ শিক্ষক উ স্বভাবতই রিমিতা এক গানের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড়ও হয়েছে উ তবে বাবা মা সংগীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলেই যে তাকে তার অভিভাবকরা সেই লাইনে যেতে বাধ্য করেছে তা কিন্তু নয় উ ছোট্টবেলায় মা যখন বাড়িতে গান শেখাতো তার ছাত্র-ছাত্রীদের তখনই গুটি গুটি পায়ে রিমিতা চুপি চুপি এসে হারমোনিয়ামের রিডের দিকে তাকিয়ে

থাকতো উ শুনে শুনেই অনায়াসে সুর তুলে নিত উ একদিন মায়ের চোখে ধরা পড়লো উ গান শিখতে চাস, একরত্তি রিমিতা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় উ তারপর থেকেই স্বামী স্ত্রী যখনই সময় পেতো মেয়েকে গান শেখাতো উ তারপর সময়ের নিয়মে রিমিতা গান নিয়ে একের পর এক অনুষ্ঠানে নিজের পারদর্শিতা দেখিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে উ বাইশে শ্রাবণের সকাল থেকেই অন্যান্য বারের মত রিমিতাদের বাড়িতে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন হবে উ ছাত্র-ছাত্রীরাও সব এসে গিয়েছে উ বাজছে, ”যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না। চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা, বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে।” সবাই এসেছে কিন্তু রিমিতা কোথায় ? মা হনহন করে ছুটে যায় রিমিতার ঘরে, দরজা খোলো উ বার কয়েক ডাকাতেও সাড়া না পাওয়ায় জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে দেখা যায় হাতের শিরা কেটে রিমিতা বিছানার ওপর পরে রয়েছে উ রক্তে রক্তাত্ব চারদিক উ অসম্ভব রবিপ্রিয় ছিল রিমিতা, নিঃসঙ্গতাও ভাগ করে নিত সেই বিশ্বকবির সঙ্গেই উ তাইতো বাইশে শ্রাবণ স্মরণীয় করে রাখতে নিজের নাম লেখালো সেই খাতায় উ বেজে উঠলো, ”বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন, গগন অন্ধকার।

শ্রাবণ

শ্রাবন মানেই প্রেমের বাঁধ ভাঙা উচ্ছাস , শ্রাবন মানেই প্রেমের ঋতু উ আজ সকাল থেকে ঝিরি ঝিরি করে ইলিশে গুঁড়ির মতো বৃষ্টি পড়ছে উ বৃষ্টির এই দিনে কারই বা ঘরের বাইরে পা ফেলতে ইচ্ছা করে। না আজ আর অফিস যাবো না মা উ বড়ই আলিস্যি লাগছে রাহুলের উ কফি মাগে চুমুক দিয়ে ব্যালকনি থেকে বৃষ্টি উপভোগ করতে লাগলো রাহুল উ কফি কাপে চুমুক দিতে দিতেই কিছুটা অতীতের ফ্ল্যাশব্যাকে তলিয়ে গেল রাহুল। আঠারোর যৌবনে পা দিতেই কতশত ক্রাশে আচ্ছন্ন হয়েছিল তখন রাহুল। মনে পড়ে যায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের ”আঠারো বছর বয়সের নেই ভয় , পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা ।এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়, আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা কবিতার লাইন।” রক্ত তখন যেন খানিকটা টগবগ করে ফুটতে থাকে রাহুলের। একমুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যায় কলেজ জীবনের কথা ।সেসময় সৌমীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে রাহুল। টানা তিন বছর প্রেম করে রাহুল ও সৌমি। ট্রাম লাইন দিয়ে হাতে হাত দিয়ে হাঁটা থেকে শুরু করে প্রথম যৌবনের বৃষ্টিতে ভেজা উ পকেট বাঁচিয়ে রেস্টুরেন্টে ঘোরা থেকে শুরু করে সিনেমা দেখা সবই তারা করেছিল। তারপর আচমকা একদিন বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে যায় সৌমির। বাড়ির অবস্থা ভালো হলেও রাহুল তখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি উ স্বভাবতই সৌমিও বাড়ির সিদ্ধান্তে রাজি হয়ে যায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রাহুলের মন উ জেদ চেপে যায় জীবনে প্রতিষ্ঠা হবার উ না আজ সে নিজের যোগ্যতায় কর্পোরেট দুনিয়ার মাথায় বসেছে উ কফি কাপে চুমুক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য নস্ট্রালজিক হয়ে গিয়েছিল রাহুল ।পরক্ষনেই মুঠোফোনে বেজে উঠলো, এই শ্রাবন ধুয়ে ফেলুক রাস্তা ধুলো। ফোনের ওপার থেকে আজ সন্ধ্যেয় দুটো টিকিট কাটা আছে। যাবে তো সিনেমা দেখতে উ মিষ্টি গলায় প্রশ্ন টিনার। বাগদত্তা রাহুলের সে উ মুহূর্তের মধ্যে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে টিনাকে নিয়ে আগামীর জ্বাল বুনবার আশায় রেডি হতে থাকে রাহুল। সত্যিই শ্রাবন ভাঙা গড়ার বহু ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলে। মা আমি আসছি, আজ টিনাকে নিয়ে বাইরে লাঞ্চ করবো। তুমি সময় মতো খেয়ে নিও বলে বেরিয়ে যায় রাহুল। সত্যিই সময় বড়ও অদ্ভুত উ কত তাড়াতাড়ি সবকিছু বদলিয়ে যায়।

পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬ দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে ৬.৭৬ কোটিরও বেশি অংশগ্রহণ করেছেন

নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহুল আলোচিত শিক্ষার্থী-সংলাপ কর্মসূচি ‘পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬’ তার নবম সংস্করণে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল। চলতি বছরে এই কর্মসূচি একটি সত্যিকারের প্যান-ইন্ডিয়া আন্দোলনে রূপ নিয়েছে, যেখানে সারা দেশজুড়ে অংশগ্রহণ করেছেন ৬.৭৬ কোটিরও বেশি মানুষ। ২০১৮ সালে সূচিত হওয়ার পর থেকে ‘পরীক্ষা পে চর্চা’ ধীরে ধীরে একটি জাতীয় উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর লক্ষ্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজকে একত্রিত করে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হবে, লালিত হবে এবং ভয় ও মানসিক চাপ ছাড়াই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এতদিন ধরে দিল্লিতে একক স্থানে আয়োজিত হলেও, ২০২৬ সালের সংস্করণে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদী সরাসরি কথোপকথনে অংশ নেন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর, ছত্তীসগড়ের রায়পুর, গুজরাটের দেব মোগরা এবং অসমের গুয়াহাটি এই চারটি ভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। এর মাধ্যমে দেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যভাগকে এক অভিন্ন মঞ্চে প্রতীকীভাবে যুক্ত করা হয়।

পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬-এর ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা অংশগ্রহণের সংখ্যাতেই স্পষ্ট। চলতি বছরে কর্মসূচির জন্য ৪.৫ কোটিরও বেশি মানুষ নিবন্ধন করেন। পাশাপাশি, আরও ২.২৬ কোটি মানুষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সব মিলিয়ে এবছর মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬.৭৬ কোটি, যা এই উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান জাতীয় প্রভাবকে তুলে ধরে।

প্রতি বছর আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপে অংশ নেন। বোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ও চাপমুক্তভাবে নেওয়া যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাজীবন ও ব্যক্তিগত বিকাশ সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে।সাধারণত একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের জন্য অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পান এবং কয়েকজন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, যা তাঁদের কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।উল্লেখযোগ্যভাবে, ‘পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নয়াদিল্লির সুন্দর নার্সারিতে, যেখানে একটি নতুন ও উদ্ভাবনী বিন্যাস চালু করা হয়। ওই সংস্করণে সরকারি স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, সিবিএসই প্রতিষ্ঠান এবং নবোদয় বিদ্যালয়ের মোট ৩৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। পাশাপাশি, প্রেরণা উদ্যোগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং কলা উৎসব ও বীর গাথার বিজয়ীরাও আলোচনায় যুক্ত ছিলেন।২০২৫ সালের সংস্করণটি সাতটি পৃথক পর্বে আয়োজিত হয়, যেখানে খেলাধুলা, শৃঙ্খলা, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রযুক্তি, আর্থিক সচেতনতা, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতার মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কর্মসূচিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।এছাড়াও, পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। ওই বছরে ২৪৫টিরও বেশি দেশের শিক্ষার্থী, ১৫৩টি দেশের শিক্ষক এবং ১৪৯টি দেশের অভিভাবকদের অংশগ্রহণ কর্মসূচিটির বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮ সালে যেখানে মাত্র ২২ হাজার মানুষ এই উদ্যোগে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানে ২০২৫ সালে নিবন্ধনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৫৬ কোটি। পাশাপাশি, ১.৫৫ কোটি মানুষ ‘জন আন্দোলন’ কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে মোট অংশগ্রহণকে প্রায় ৫ কোটিতে পৌঁছে দেয়। ২০২৫ সালে ৩.৫৩ কোটি নিবন্ধনের জন্য গিনেস স্বীকৃতি পাওয়ার পর, ২০২৬ সালের সংস্করণে ‘পরীক্ষা পে চর্চা’ আরও শক্তিশালীভাবে আনন্দময় শিক্ষা ও চাপমুক্ত পরীক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে।শিক্ষামহলের মতে, ‘পরীক্ষা পে চর্চা’ আজ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতা ও ইতিবাচক শিক্ষাব্যবস্থার এক শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

গৃহযুদ্ধের কারণে সুদানের অর্ধেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জানাল সেভ দ্য চিলড্রেন

স্টকহোম : চলমান গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব সুদানের শিশুদের শিক্ষাজীবনকে কার্যত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, সুদানে স্কুলগামী শিশুদের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৮ মিলিয়নেরও বেশি শিশু, বর্তমানে শিক্ষার বাইরে রয়েছে। সংস্থার মতে, এটি বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক শিক্ষা সংকট।বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সেভ দ্য চিলড্রেন জানায়, এপ্রিল ২০২৩-এ গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে সুদানের ৮ মিলিয়নের বেশি শিশু প্রায় ৫০০ দিনের শিক্ষা হারিয়েছে। এই সংখ্যা কোভিড-১৯ মহামারির সময় যে পরিমাণ শিক্ষা ব্যাহত হয়েছিল, তার থেকেও বেশি, বলে মন্তব্য করেন সংস্থাটির আন্তর্জাতিক সিইও ইঙ্গার আশিং। স্টকহোম থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সাংবাদিকদের উদ্দেশে আশিং বলেন, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুদানের শিশুদের ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সংঘর্ষের জেরে বহু স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যত বন্ধ।এদিকে, সাম্প্রতিক দিনে মধ্য সুদানের নর্থ কোরদোফান রাজ্যের রাজধানী আল-ওবেইদ শহর ও তার আশপাশে ড্রোন হামলা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত দুটি ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলি দারফুরের আল-ফাশির শহর এবং দক্ষিণ সুদানের আরেক অবরুদ্ধ শহর কাদুগলি-তে জরুরি ত্রাণ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে। গত অক্টোবর মাসে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস আল-ফাশির দখল করার পর থেকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। দুই শহরেই বর্তমানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।অনুমান করা হচ্ছে, ১৮ মাসের অবরোধের পর আল-ফাশির দখলের পর থেকে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ শহরটি ছেড়ে পালিয়েছে। সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাত চলমান থাকায় নর্থ দারফুরে মাত্র ৩ শতাংশ স্কুল খোলা রয়েছে। একই সঙ্গে ওয়েস্ট কোরদোফান, সাউথ দারফুর ও ওয়েস্ট দারফুর অঞ্চলগুলিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মাসের পর মাস বেতন না পাওয়ায় বহু শিক্ষক তাঁদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সেভ দ্য চিলড্রেন সতর্ক করে বলেছে, শিক্ষকদের বেতন প্রদান ও প্রশিক্ষণ, পাঠদানের পরিকাঠামো পুনরুদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য অবিলম্বে অর্থায়ন না হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। চলতি মাসে পোর্ট সুদান, রিভার নাইল ও খার্তুম-এর স্কুলগুলি পরিদর্শনের পর আশিং বলেন, শিক্ষা শিশুদের জন্য একটি জীবনরক্ষাকারী সুরক্ষা ব্যবস্থা যা তাদের শোষণ ও সশস্ত্র গোষ্ঠীতে জোরপূর্বক নিয়োগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে শিক্ষাব্যবস্থা পুনরুদ্ধার না হলে একটি সম্পূর্ণ প্রজন্ম দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও মানবিক সংকটের মুখে পড়তে পারে।

প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও বিকাশ জোরদারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল ওড়িশা ও মেঘালয়

ভুবনেশ্বর : প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ওড়িশা ও মেঘালয় সরকার। মঙ্গলবার দুই রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার লক্ষ্য পারস্পরিক শিক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ (ইসিডি) ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলনের আদান—প্রদান।সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় দুই রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে সমগ্রিক প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশমূলক উদ্যোগ জোরদার করতে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও শেখার পরিবেশ, সংবেদনশীল যত্ন, কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এই চুক্তি একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রদান করবে, যার মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়, যৌথ গবেষণা, এক্সপোজার ভিজিট, সেরা অনুশীলনের নথিভুক্তকরণ এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন সহজ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বলেন, জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরই ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তি গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য-থেকে-রাজ্য শেখার প্রক্রিয়া স্থানীয় বাস্তবতা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাধান গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক।রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কমিউনিটি-ভিত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল ইসিডি উদ্যোগে ওড়িশার অভিজ্ঞতা এবং উপজাতি ও ভৌগোলিকভাবে চ্যালেঞ্জিং অঞ্চলে সামাজিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মেঘালয়ের উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলি কাজে লাগানো হবে। এর ফলে একটি দ্বিমুখী শেখার প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে।সরকারি বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই সহযোগিতা দুই রাজ্যের **সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ নিশ্চিত করার যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন, যা মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও মাঠপর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার সুফল পাবেন শিশু, অভিভাবক এবং সামনের সারির কর্মীরা। এই সমঝোতা স্মারকটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন সম্পথ কুমার, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, মেঘালয় সরকার এবং অনন্তনারায়ণ সিং লাগুরি, অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর, ওড়িশা সরকার। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেওরঞ্জন কুমার সিং, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার-কাম-অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, ওড়িশা, সহ দুই রাজ্যের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা।প্রশাসনিক মহলের মতে, এই আন্তঃরাজ্য উদ্যোগ প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

অটিজম কি সত্যিই বাড়ছে ? সাম্প্রতিক দাবির বাস্তবতা যাচাই করলেন বিশেষজ্ঞ

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অটিজম নিয়ে সচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। অনেকেই অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এএসডি)—এর রোগ নির্ণয় পাওয়া ও এ নিয়ে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন। তবে এই আলোচনার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে অটিজমের সংখ্যা নাকি দ্রুত বেড়ে চলেছে, এমন দাবিও জোরালো হয়েছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল স্বাস্থ্য সচিব রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র সম্প্রতি একাধিক বক্তব্যে এই বিষয়টি তুলে ধরে অটিজমকে “মহামারি” আখ্যা দেন এবং বলেন, এর হার “উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে”। প্রশ্ন হলোএই দাবি কতটা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক? এই বিষয়ে বাস্তবতা যাচাই করেছে স্বাস্থ্য সংবাদ বিষয়ক পোর্টাল মেডিক্যাল নিউজ টুডে। এতে সহায়তা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মনিকার প্রভিডেন্স সেন্ট জন’স হেলথ সেন্টারের বোর্ড-সার্টিফায়েড পারিবারিক চিকিৎসক ডা. ডেভিড কাটলার।২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনে, শিশুদের মধ্যে অটিজমের বিস্তার নিয়ে সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)—এর নতুন প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কেনেডি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অটিজম এখন একটি “এপিডেমিক”। সিডিসির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩৬ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত, যা ২০২১ সালে ছিল প্রতি ৪৪ জনে একজন। তবে ডা. কাটলারের মতে, এই সংখ্যাবৃদ্ধি মূলত অটিজম শনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নতি, রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্ণয় মানদণ্ডের সম্প্রসারণের ফলবাস্তবে অটিজমের প্রকৃত হার বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়। তিনি জানান, “যুক্তরাষ্ট্রে অটিজম শনাক্তের যে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ হলো উন্নত স্ক্রিনিং ব্যবস্থা ও বিস্তৃত ডায়াগনস্টিক মানদণ্ড।”বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করেছেন১. নির্ণয় মানদণ্ডের সম্প্রসারণ ডা. কাটলার বলেন, “আগে অটিজম নির্ণয় করা হতো মূলত গুরুতর উপসর্গযুক্তব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ২০১৩ সালে ডিএসএম-৫ চালুর পর অ্যাসপারগার সিনড্রোম ও অন্যান্য বিকাশগত সমস্যাকে একত্রে ‘অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার’-এর আওতায় আনা হয়।” এর ফলে অপেক্ষাকৃত হালকা উপসর্গযুক্ত অনেক ব্যক্তি এখন অটিজমের নির্ণয় পাচ্ছেন।২. উন্নত স্ক্রিনিং ও আগাম শনাক্তকরণ২০০৬ সাল থেকে আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস ১৮ ও ২৪ মাস বয়সে শিশুদের নিয়মিত অটিজম স্ক্রিনিংয়ের সুপারিশ করে আসছে। এতে কম মাত্রার সহায়তা প্রয়োজন এমন শিশুরাও আগেভাগে শনাক্ত হচ্ছে।৩. সচেতনতা ও অধিকার আন্দোলনঅভিভাবক, শিক্ষক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় আরও বেশি শিশু মূল্যায়নের আওতায় আসছে। বিশেষ করে নারী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে, যারা আগে তুলনামূলকভাবে কম শনাক্ত হতেন, এখন অটিজম নির্ণয়ের সুযোগ বাড়ছে।

৪. ডায়াগনস্টিক সাবস্টিটিউশনআগে যেসব শিশুদের বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা বা শেখার সমস্যার রোগ নির্ণয় দেওয়া হতো, এখন অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।কেনেডির দাবি ছিল, অটিজমের মূল কারণ অবশ্যই পরিবেশগত বিষাক্ত উপাদানের সংস্পর্শ। তবে ডা. কাটলার এই দাবির সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন। তার মতে, “অটিজমে জিনগত প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” বহু গবেষণায় দেখা গেছে, অটিজম পরিবারে পরিবারে চলে। ২০১৫ সালে দ্য জার্নাল অব চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি—তে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে যমজদের ওপর গবেষণা করে জিনগত প্রভাবকেই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে তিনি স্বীকার করেন, পরিবেশগত কিছু বিষয়ও ভূমিকা রাখতে পারেযেমন বাবা-মায়ের বয়স, গর্ভাবস্থায় কিছু রাসায়নিকের সংস্পর্শ বা জন্মকালীন জটিলতা।

শনিবার আগরতলা শ্রম দপ্তরে শুরু হল চাকুরি মেলা। ছবি নিজস্ব।

ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বাণিজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিয়ে আলোচনা, বললেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শনিবার নয়াদিল্লিতে ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আলবুসাইদির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়, যা ভারত---ওমান কৌশলগত অংশীদারিত্বের গভীরতা তুলে ধরে। সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ জয়শঙ্কর লেখেন, "আজ সকালে ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আলবুসাইদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের আলোচনা আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের পারস্পরিক আস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রতিফলিত করেছে।"

বদর আলবুসাইদি শনিবার দ্বিতীয় ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক-এ যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে আসেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই সফর ভারত ও ওমানের বহুমুখী কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করবে।

এর আগে শুক্রবার জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে আরব লিগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গেইত-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি এক্স-এ জানান, উভয়পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর কমোরোসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মবায়ে মোহাম্মদ, সুদানের মোহিয়েলদীন সালিম আহমেদ ইব্রাহিম, লিবিয়ার এলতাহের এস. এম. এলবাউর, সোমালিয়ার আব্দিসালাম আলি, এবং প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবাসী বিষয়ক মন্ত্রী ভারসেন আগাবেকিয়ান-এর সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব গভীর করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ভারত শনিবার দ্বিতীয় ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন করছে। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত যৌথভাবে আয়োজিত এই বৈঠকে আরব লিগভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আরব লিগের মহাসচিব অংশ নিচ্ছেন।

প্রায় এক দশক পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে; প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল ২০১৬ সালে বাহরাইনে। তখন অর্থনীতি, জ্বালানি, শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিএই পাঁচটি ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

এমইএ জানিয়েছে, ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকই এই অংশীদারিত্ব পরিচালনার সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যা ২০০২ সালের মার্চে ভারত ও আরব লিগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রূপ পায়।

নয়াদিল্লিতে আজ ২য় ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক, সম্পর্ক জোরদারে বড় পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : ভারত ও আরব বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত করতে আজ রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বিতীয় ভারত---আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক। কূটনৈতিক মহলে এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করছে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। আরব লিগের ২২টি সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, পাশাপাশি আরব লিগের মহাসচিব এতে অংশ নিচ্ছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় এক দশকের বিরতির পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হয়েছিল ২০১৬ সালে বাহরাইনে। মন্ত্রণালয়ের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ''দ্বিতীয় ভারত---আরব এফএমএম আমাদের বিদ্যমান সহযোগিতার ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করতে সহায়ক হবে।''

ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই বৈঠকটি ভারত ও আরব লিগভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা পরিচালনার সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। ভারত ও আরব লিগের মধ্যে সংলাপের কাঠামো প্রথম আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ২০০২ সালের মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন আরব লিগ মহাসচিব আমর মুসার ভারত সফরের সময় একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে গঠিত হয় আরব---ভারত সহযোগিতা ফোরাম। ২০১৩ সালে এই কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে তা সংশোধন করা হয়। বর্তমানে আরব লিগে ভারতের পর্যবেক্ষক মর্যাদা রয়েছে।

২০১৬ সালের প্রথম বৈঠকে উভয় পক্ষ পাঁচটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিল অর্থনীতি, জ্বালানি, শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি। সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, এবারের বৈঠকে এই ক্ষেত্রগুলিতে এ পর্যন্ত হওয়া অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হবে এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা আরও জোরদারের উপায় নিয়ে আলোচনা হবে। এতে ভারত ও আরব দেশগুলির মধ্যে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পৃক্ততার প্রতিফলন ঘটবে।

এই প্রথমবার নয়াদিল্লিতে ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে, যা আরব বিশ্বের সঙ্গে অংশীদারিত্বকে ভারত কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্পষ্ট করে। এমআইএ জানিয়েছে, বৈঠকে ২২টি আরব দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অংশ নেবেন।

মন্ত্রীস্তরের এই বৈঠকের আগে, ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ ভারত---আরব জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বৈঠক, যেখানে মূল আলোচনার প্রস্তুতি ও সমন্বয় করা হয়।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিবর্তিত আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই বৈঠক ভারত—আরব সম্পর্ককে নতুন গতি দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

ভারত—ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পাঁচ বছরে রপ্তানি দ্বিগুণ হতে পারে: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারী: প্রস্তাবিত ভারত---ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের রপ্তানি দ্বিগুণ হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্টে দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিজের সাক্ষাৎকারের অংশ ভাগ করে নিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই বাণিজ্য চুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের জন্য বড় সুবিধা বয়ে আনবে।

পীযূষ গোয়েল জানান, ভারত---ইইউ এফটিএ একটি শক্তিশালী চুক্তি, যা ভারতের জন্য বড় সুযোগের দ্বার খুলে দেবে, একই সঙ্গে দেশের সংবেদনশীল খাতগুলিকেও সুরক্ষা দেবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মবিশ্বাস ও দিকনির্দেশনার ফলেই এই বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার পথ সুগম হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই এফটিএ দেশের শ্রমনির্ভর শিল্পখাতের জন্য 'গেম-চেঞ্জার' হতে পারে এবং ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে নতুন গতি আনবে। তাঁর কথায়, যে কোনও এফটিএ চূড়ান্ত করার সময় মোদী সরকার দেশের মূল স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পীযূষ গোয়েল উল্লেখ করেন, ইইউর সঙ্গে এই চুক্তি কেবল বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দেশের উৎপাদন খাতকে আরও শক্তিশালী করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কিশওয়ারে জঙ্গি দমনে 'অপারেশন ত্রাসি', ফের গুলির লড়াই শুরু

শ্রীনগর, ৩১ জানুয়ারি : জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের কিশওয়ার জেলায় শনিবার নতুন করে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গি দমনে ওই এলাকায় চলা 'অপারেশন ত্রাসি' শনিবার ১৪তম দিনে পড়ল।

সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ ডোগলাম এলাকায় জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গিদের একটি গোপন ডেরার হদিস মেলে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, পাক-বংশোদ্ভূত দুই জইশ কমান্ডার সইফুল্লা এবং আদিল সেখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। গত দু'সপ্তাহ ধরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল সেনা। গোপন ডেরার অবস্থান চিহ্নিত হওয়ার পর জঙ্গিদের ঘিরে ফেলার প্রস্তুতি নেয় বাহিনী।অভিযান শুরু হতেই জঙ্গিরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাল্টা গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনীও। জঙ্গিরা যাতে এলাকা ছেড়ে পালাতে না পারে, সেই কারণে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সেনার প্রাথমিক অনুমান, ওই এলাকায় তিন জন জইশ জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। দু'জনের অবস্থান জানা গেলেও তৃতীয় জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চলছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর কিশওয়ারের ছাক্র এলাকায় জঙ্গি হামলায় এক সেনা নিহত হন এবং সাত জওয়ান আহত হন। সেই ঘটনার পর থেকেই কিশওয়ার জুড়ে জঙ্গিদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ত্রাসি'। ড্রোন, স্নিফার ডগ এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সেনা সূত্রে দাবি, সইফুল্লা ও আদিল গত দু'বছর ধরে ওই অঞ্চল থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনা করছিল এবং একাধিক গোপন ডেরা গড়ে তুলেছিল। সম্প্রতি সিংহপোরা এলাকায় জঙ্গিদের একটি ডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ খাবার ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে।এলাকায় এখনও চিরুনি তল্লাশি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আইজিপি পদে কেন্দ্রীয় নিয়োগে নতুন নিয়ম, এসপি ও ডিআইজি পর্যায়ে দুই বছরের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি: ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস কর্মকর্তাদের জন্য বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার। এখন থেকে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়োগ পেতে হলে সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল পদমর্য্যাদায় কমপক্ষে দুই বছরের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের সব রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। মন্ত্রকের নির্দেশে বলা হয়েছে, এই নতুন বিধি ২০১১ ব্যাচ ও তার পরবর্তী ব্যাচের আইপিএস অফিসারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় বাড়ানো এবং কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আরও শক্তিশালী করা।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই নিয়ম কার্যকর হলে আইপিএস কর্মকর্তাদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাজের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব আরও বাড়বে।

মতুয়া ও নমশূদ্রদের ভয় দেখানো হচ্ছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

ব্যারাকপুর, ৩১ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার মতুয়া ও নমশূদ্র সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী ময়দানে এক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মতুয়া ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার যতই ছজ্জট্ট প্রক্রিয়া এর বিরোধিতা করুক না কেন, এই প্রক্রিয়া রাজ্যে চলবে। অমিত শাহ আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই সীমান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।এদিন তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের নজিরাবাদে একটি গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। শাহ বলেন, এই ঘটনা শাসকদলের দুর্নীতির ফল। তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুর ঘটনাতেও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছেন।

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the Hon'ble governor of Tripura, e-tender (NIT) for following item are invited fromfish farmers, fishery co-operative society, Fishery based SHGS by the undersigned for procurement of 7-10 cm size Major carp fingerlings (Catla, Rohu, Mrigal/Common carp or Mrigal & Common carp) as per details given below for distribution under different Pisciculture schemes in different Blocks and Municipal area under Kailashahar Sub- Division during 2026-27.

NIT No.	Item for Which e-tender is Invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
No.F.3(4)-SF(KLS)//TENDER/2025-26 Dt. 28/01/2026	Major carp fingerlings 7-10 cm size (Catla 30%, Rohu 40%, Mrigal/ Common Carp 30% or Mrigal 15% & Common Carp 15%)	15.38 Lakh Approx.	Rs. 20.0 Lakh	Bidding Document can be downloaded from 29/01/2026 at 15:00 hrs. Last Date of Online submission of e- tender: Up to 09/02/2026 till 15:00 hrs. Time as per clock time of e- procurement website https:tripuratenders.gov.in

All the future modifications/corrigendum shall be made available in the e- procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e- procurement web portal only.

ICA/C-4059/26

(P. K. NATH)
SUPDT. OF FISHERIES,
KAILASHAHAR SUB-DIVISION

Ph:- (03821)-295080 (Land)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 37/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Date:- 21-01-2026
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/10776-10851 Dated: 21-01-2026
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 06-02-2026 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 06-02-2026 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIT:59/NIT/SE-III/B/2025-26	41,28,630.00	82,573.00	180 Days	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

ICA/C- 4065/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-33/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.27.01.2026.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Tender in Two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 05/02/2026 for 2(two) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA/C-4053/26

Post Matric Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষয়তায়ন (Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India) মন্ত্রনালয়ের নির্দেশিকা অনুসারে National Scholarship Portal (NSP 2.0) (http://Scholarship.Gov.in) এর মাধ্যমে Post-ématric Scholarship পাবার জন্য online দরখাস্ত করার সময়সীমা পুনরায় ১৫/০২/২০২৬ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। অনুরুপ ভাবে বিভিন্ন স্তরে আবেদন Verification করার বর্ধিত সময়সীমা নিম্নরূপ-

Institution Nodal Officer দ্বারা Verification করার বর্ধিত সময়সীমা ২০/০২/২০২৬ ইং পর্যন্ত। সকল ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবক দের কেউ এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই আবেদন জমা করতে হবে এবং উপরে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে আবেদন জমা করতে না পারলে OBC Welfare Department কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অনুরুপ ভাবে Institution Nodal Officer দ্বারা বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে কোন আবেদনপত্র Verification করতে না পারলে, OBC Welfare Department কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এই পুনঃবিজ্ঞপ্তি টি District Education Officer / HM & INOs গণ ছাত্র-ছাত্রীদের পুনরায় গোচরে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে, এর পাশাপাশি বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের OBC Welfare দপ্তরে ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে Institute Verification করে পূর্বের বিজ্ঞপ্তি মূলে সমস্ত কাগজপত্র সহ সময় ১১.০০ থেকে ৫.০০ টার মধ্যে জমা করার জন্য বলা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পরে আর কোন আবেদনপত্র গ্রহনযোগ্য হবে না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, বিষয়ভিত্তিক স্কলারশিপ প্রদান ও পরিমান নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে দপ্তরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অর্থ সংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিবেচিত হবে বলে গণ্য করা যায়।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটঃ www.obcw.tripura.gov.in দূরভাষ নম্বরঃ-(০৩৮১)২৩২-৯০৩৪, Whatsapp Number - 8729899332

(নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস)
অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-1892/26

ইসকনে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী নামে জগতে খ্যাত। নিত্যানন্দ মানে হচ্ছে সর্বদা আনন্দ। ''নিত্য'' কথার অর্থ হচ্ছে ''সর্বদা'' এবং ''আনন্দ'' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ''চিন্ময় সুখময়তা''। নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন গুরু তত্ত্ব, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং বলরাম। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসূত হইল সেই; বলরাম হইল নিতাই। তাই ভক্তিবিনো ঠাকুর গেয়েছেন ''নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি। আবার বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর করেছেন ''নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে করো সুখে।''তাই এই অনুষ্ঠানটি বৈষ্ণব জগৎ তথা স্বাভাবিক জনগণের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার দিন আগরতলার ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে অগণিত ভক্তদের উপস্থিতিতে ধুমধামের সাথে এই নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী পালিত হয়।

অবসরে গেলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য আধিকারিকের দায়িত্ব থেকে আজ অবসর গ্রহণ করেছেন দেবাশিস লোধ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা পদে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ ৮ বছর সময়কালে তিনি দক্ষতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। রাজ্যের সাংবাদিক মহলেও দেবাশিসবাবু অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক হিসেবে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে যুক্ত হন। প্রথমে গন্ডাছড়ায় এরপর উদয়পুরে এবং কিছুদিন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমে সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে কর্মরত সকল স্তরের সহকর্মীরা এবং প্রেসসেলের পক্ষ থেকে শ্রীলোধকে বিদায় সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি

দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য অতিরিক্ত সচিব সমিত রায় চৌধুরী, যুগ্ম সচিব অসীম সাহা, উপ সচিব সুদীপ্ত বিশ্বাস, হাবিবুর রহমান, প্রণয় দেবনাথ প্রমুখ। সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগে ১৯৮৭ সাল থেকে দেবাশিসবাবু রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র, আকাশবাণী আগরতলা, দূরদর্শন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও দেবাশীষ বাবুর নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রয়েছে।

ধলাই জেলায় ম্যালেরিয়া ও ভেক্টর বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সিএইচও এবং এমপিডব্লিউ কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: ধলাই জেলার জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য ভেক্টর বাহিত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে গতকাল আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সভা কক্ষে এক দিনব্যাপী এক "রিফ্রেশার ট্রেনিং" কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মূলত আমবাসা এবং গঙ্গানগর পিএইচসি-র অন্তর্গত কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সি.এইচ.ও.) এবং মাল্টি-পারপাস ওয়ার্কার্স (এম.পি.ডব্লিউ.) গণ অংশগ্রহণ করেন। বর্ষা আসার আগেই ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রুখতে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ভেক্টর বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। আর.ডি. কিট ব্যবহার করে দ্রুত ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণ এবং প্রোটোকল অনুযায়ী সঠিক ওষুধ প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় জ্বরের রোগীদের নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মশার বংশবৃদ্ধি রোধে লার্ভানাশক স্প্রে এবং মশারি ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

৭ দফা দাবিতে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি : দৃষ্টিহীন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ৭ দফা দাবিতে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৯৮৪ সাল থেকে এটিবিএ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের স্বার্থে কাজ করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, সচেতনতা শিবির ও ডেপুটেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে প্রতিবন্ধী কর্মীদের অভিযোগ শোনার ও সমাধানের জন্য একজন গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসার নিয়োগ, যেখানে দৃষ্টিহীন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন সেই সব বিদ্যালয়ে ব্রেইল বই ও প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা, প্রতি বছর দৃষ্টিহীন শিক্ষকদের জন্য পাঁচ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ হোক।

এছাড়াও, প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ২০১৬ অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে ট্যাকটাইল ডিজাইন, বৈজ্ঞানিক র্যাম্প ও ব্রেইল ডিসপ্লে স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীন সমস্ত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য প্রতিবন্ধী অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা প্রশিক্ষণের দাবিও তোলা হয়।তিনি আরও দাবি জানান, ২০১৭-১৯ শিক্ষাবর্ষে এনআইওএস থেকে ডিপ্লোমা সম্পূর্ণ করলেও যেসব দৃষ্টিহীন শিক্ষক এখনও শংসাপত্র পাননি, তাঁদের অবিলম্বে শংসাপত্র প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস: তেলিয়ামুড়ায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস উদ্যাপন উপলক্ষে আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কমিউনিটি হলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নিহারেন্দু বিকাশ দত্ত, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুমিত কর ও চিরঞ্জীব দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালের সঙ্গে ত্রিপুরা সফররত ছাত্রছাত্রীদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: ত্রিপুরা সফররত বিহার এবং গুজরাটের ছাত্রছাত্রীরা আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। অষ্টলক্ষ্মী দর্শন ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এই ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরা সফরে এসেছে।

তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল ত্রিপুরার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের বিস্তারিত অবহিত করেন। বিকশিত ভারত কর্মসূচিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন। আগরতলা এনআইটি"র অধিকর্তা ড. শরৎ কুমার পাত্রা এবং অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ সৌজন্য সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস: খোয়াই জেলায় পথ নাটক কর্মসূচি সম্পন্ন

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহযোগিতায় চলতি মাস জুড়ে খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক নিয়ম-নীতি বিষয়ক পথনাটক প্রদর্শন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে খোয়াই জেলার তিনটি নাট্য সংস্থা- লার্ন অ্যান্ড গ্রো, শুভম নাট্যচক্র এবং নব চিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অংশগ্রহণ করে। জেলাজুড়ে মোট ১৪টি স্থানে পথনাটক মঞ্চস্থ হয়।

উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ছিল তেলিয়ামুড়া বাজার, তুইসিন্দ্রাই বাজার, মুঙ্গিয়াকামী বাজার, চকমাঘাট বাজার, কল্যাণপুর বাজার, চেবরি বাজার, রামচন্দ্রঘাট বাজার, তুলাশিখর বাজার, চাম্পাহাওর বাজার, খোয়াই সুভাষ পার্ক, নৃপেন চক্রবর্তী অ্যাভিনিউ, জিপ স্ট্যান্ড খোয়াই, আশ্রমবাড়ি বাজার ও বেহালাবাড়ি বাজার প্রভৃতি। চলতি মাসের ২০ ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগর মোটর স্ট্যান্ড থেকে এই পথনাটক কর্মসূচির সূচনা হয় এবং আজ ছিল এর সমাপনী দিন।

পথনাটক প্রদর্শনের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা পরিবহন আধিকারিক সন্দীপ দেববর্মা, সিনিয়র এমভিআই অতীশ সিনহা, জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব চিরঞ্জীব দেব, সুমিত কর ও দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

মোটরস্ট্যান্ডে সরকারি জমি দখলের অভিযোগে সরব বিশ্রামগঞ্জের মোটর শ্রমিকরা

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: বিশ্রামগঞ্জ মোটরস্ট্যান্ডে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগে শাসকদলের মোটর শ্রমিক নেতা জাকিরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার অটো ও মোটর শ্রমিকরা। শনিবার মোটরস্ট্যান্ড চত্বরে এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত আট বছর ধরে শাসকদলের নাম ব্যবহার করে মোটরস্ট্যান্ড সিন্ডিকেটের ভেতরে প্রায় চার গণ্ডা সরকারি জমিতে ইট ও সুরকির ব্যবসা চালিয়ে আসছেন নেতা জাকির। দীর্ঘদিন কেউ বাধা না দিলেও সম্প্রতি ওই সরকারি জমিতে আরসিসি পিলার বসিয়ে ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিতেই আপত্তি জানান শ্রমিকরা।

তাঁদের দাবি, সরকারি জমিতে কোনওভাবেই স্থায়ী নির্মাণ করা যাবে না। শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলেছেনজাকির কি একাই এই এলাকার বিএমএস নেতা বা মোটর শ্রমিক নেতা? কীভাবে তিনি বছরের পর বছর সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা চালাতে পারেন?

এদিন সমস্ত অটো ও মোটর শ্রমিক একজোট হয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। শ্রমিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, সরকারি জমি দখল করে বেআইনি ব্যবসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবসে তেলিয়ামুড়ায় স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি

তেলিয়ামুড়া, ৩১ জানুয়ারি: জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়ার সামাজিক সংস্থা নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শনিবার সকালে এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর জওয়ানরা ও নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ সহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান। কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি কার্যালয় চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট কিশোর কুমার দাস, নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক চিরঞ্জীব দেব সহ বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিক ও সদস্যরা। বক্তৃতায় তাঁরা পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এই বিষয়ে সকল নাগরিককে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্যকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বিলোনিয়া বড়পাথরী—রাজনগর সড়কে বিদ্যুৎ দপ্তরের 'ভূতুড়ে কাজ', ক্ষুব্ধ জনতা

বিলোনিয়া, ৩১ জানুয়ারি: বিলোনিয়া বড়পাথরী—রাজনগরগামী মূল রাস্তার দুই ধারে কিছুদিন আগেই বসানো হয়েছিল প্রায় হাজারখানেক ঢালাই দেওয়া স্টিল পোল। কিন্তু সম্প্রতি সেই পোলগুলিই ড্রেজার লাগিয়ে পুনরায় তুলে নিচ্ছে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চরম ক্ষোভ ও প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নতুন করে বসানো বহু স্টিল পোল তোলার সময় ভেঙেও যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত এই পোলগুলো কেন আবার তুলে নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে জনমনে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই কর্মকাণ্ডকে 'ভূতুড়ে কাজ' বলে আখ্যা দিচ্ছেন এলাকাবাসী।

এই বিতর্কিত কাজ পরিদর্শনে বুধবার ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক দীপংকর সেন সহ প্রাক্তন দুই বিধায়ক সুধন দাস ও বাসুদেব মজুমদার। তাঁরা পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন এবং পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শনের পর বিধায়করা প্রশ্ন তোলেনকেন নতুন পোল বসিয়ে আবার তা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে যে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হয়েছে, তার দায় কে নেবে।

বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়করা এই বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, জনগণের টাকার এইভাবে অপচয় কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে দ্রুত স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও তদন্তের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

ভাঙা কালভার্টে নাজেহাল ৬০ কার্ড গ্রামের মানুষ, দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত

গন্ডাছড়া, ৩১ জানুয়ারি: গন্ডাছড়া শহরের ৬০ কার্ড গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা কালভার্টের সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় ১০—১২ বছর ধরে শ্মশানঘাট সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ এই কালভার্টটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে রয়েছে।

একাধিকবার পঞ্চায়েত, ব্লক অফিস এবং মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিত ও মৌখিকভাবে সংস্কারের দাবি জানানো হলেও, এখনও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, বর্তমানে দুইটি বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে দু'পায়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সামান্য অসাবধানতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। কারও মৃত্যু হলে শ্মশানঘাটে মরদেহ নিয়ে যাওয়াও চরম সমস্যায় পড়ে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও বৃদ্ধদের চলাচলও বিপজ্জনক হয়েছে। বাইক, সাইকেল এবং পশুপাখি নিয়ে চলাচল প্রায় বন্ধ।

গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে পুনরায় জোর দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত কালভার্টটি মেরামত করে যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হোক।

মলয়নগরের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার প্রণব দাস নিখোঁজ: আমরা বাঙালীর ক্ষোভ

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: মলয়নগরের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার প্রণব দাস দীর্ঘদিন ধরে নাগাল্যান্ডে নিখোঁজ রয়েছেন। জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে একা ঘুরতে যাওয়ার পর তিনি ৩ তারিখ রাতে হোটেলে আসার পর থেকেই নিখোঁজ।

পরিবারের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে নাগাল্যান্ডে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছেন, স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়েও প্রণব দাসের কোন হদিস পাননি। স্থানীয় বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ও এমএলএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো কার্যকরী তৎপরতা দেখা যায়নি।

পরিবার জানিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করার চেষ্টা করা হলেও সেখানেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। সংবাদমাধ্যমের সাহায্য নিয়েও ছেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রণব দাসের কোন হদিস পাওয়া যায়নি এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন সহযোগিতা নেই। পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

বাঙালী দলের নেতারা অভিযোগ করেছেন, একজন বাঙালী ছেলে বা মেয়ের বিপদে প্রশাসনের তৎপরতা অনেক কম। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা ও প্রশাসনের কার্যক্রম বেশি তৎপর হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়ে যায়, কিন্তু বাঙালীদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

দলীয় নেতারা রাজ্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন, প্রণব দাসকে দ্রুত উদ্ধার করার জন্য প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়াও পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হওয়ায়, সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এডিসির ২৮ আসনেই

● প্রথম পাতার পর

মানুষ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এডিসি'র মধুর ভাণ্ডার লুট হয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের অর্থ বিলির পরও অনুন্নয়নের দায় মথার উপর চাপানো হচ্ছে।

এদিন জিএমপি'র সভাপতি নরেশ জমাতিয়া বিজেপি-শাসিত সরকারকে নতুন ফ্যাসিস্ট সরকার আখ্যা দেন। তিনি বলেন, বিজেপিই প্রধান শত্রু হলেও তিপরা মথাও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাঁর অভিযোগ, তিপরা মথা সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে এবং বিজেপি-আরএসএস আদিবাসী সমাজের উপর তাদের আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

খোয়াই হাজারীপাড়ায় দুষ্কৃতীদের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা পেয়েছে বলে জানা গেছে। তবে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বর্তমানে ওই এলাকায় সমস্ত সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

এডিসি নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘটনার ফলে এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গন্ডাছড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সরকারি স্টল বণ্টন

গন্ডাছড়া, ৩১ জানুয়ারি: নিয়মনীতি মেনে এক ছোট্ট সভার মাধ্যমে গন্ডাছড়া বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরকারি স্টল বণ্টন করল গন্ডাছড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার দক্ষিণ বাজার এলাকায় পুরাতন ফুড গোডাউন ভেঙে ২০২০—২১ অর্থবর্ষে বর্তমান রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কৃষক ও জুমিয়াদের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট সবজি মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হয়।নবনির্মিত ওই সবজি মার্কেটের নিচতলার স্টলগুলি কয়েক মাস আগেই কৃষক ও জুমিয়াদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। ভবনের দ্বিতলের মোট দশটি স্টল গন্ডাছড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়।শনিবার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় প্রকৃত, যোগ্য ও অসহায় দশজন ব্যবসায়ীকে বাছাই করে স্টলের চাবি তুলে দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক তরুণ দেবনাথ, সুশান্ত দাস, দীপঙ্কর পাল সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।নতুন স্টল পেয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ীরা জানান, এই উদ্যোগের ফলে তাঁদের ব্যবসা আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

খোয়াইয়ে শুরু তিনদিন ব্যাপী জারি—সারি উৎসব ও মিলন মেলা

খোয়াই, ৩১ জানুয়ারি: সংস্কৃতির শহর খোয়াইয়ের উত্তর দুর্গানগর পূর্ণিমা স্কুল মাঠে শুরু হয়েছে তিনদিন ব্যাপী জারি—সারি উৎসব ও মিলন মেলা। শনিবার উত্তর দুর্গানগর পূর্ণিমা স্কুলের মাঠে ২০তম খোয়াই জেলা ভিত্তিক এই জারি—সারি উৎসব ও মিলন মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মফস্বর আলী, খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস সহ আরও বহু বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক মফস্বর আলী বলেন, সংস্কৃতির শহর খোয়াইতেই নিয়মিতভাবে এই জারি—সারি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খোয়াই শহরই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতির শহর হিসেবে পরিচিত।

৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শহরে

● প্রথম পাতার পর

অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহরকে যানজটমুক্ত রাখার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। মেয়র উল্লেখ করেন, যত্রতত্র গাড়ি ও বাইক পার্কিং এবং ভেন্ডার স্থাপনের কারণে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে এবং তিনি শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মেয়র আরও জানান, এই পদক্ষেপ শহরের জনসাধারণের সুবিধার জন্য নেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে চলাচলের স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে

● প্রথম পাতার পর

রাজনগর এলাকায় প্রায় ৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পে রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরা ৩৪৭টি পুরস্কার পেয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, স্মার্ট ক্লাস, ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান সবই করা হচ্ছে। নয়া শিক্ষানীতির দিশায় এস.সি.ই.আর.টি. কোর্স চালু করা হয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে গুণগত শিক্ষা প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয় হলো মন্দির। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে শিক্ষকদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের আরও আপডেট হতে হবে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে টেটের মাধ্যমে স্বচ্ছ নিয়োগনীতিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। পি.এম.-শ্রী, বিদ্যাজ্যোতি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে গুণগত শিক্ষার প্রসারে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষকদের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নালন্দা, তক্ষশিলার মতো পুরাতন পরম্পরাগত শিক্ষার প্রসঙ্গও ভাষণে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৪৩৫টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। খেলাধুলার মানোন্নয়নে এখন নতুন নতুন মাঠ তৈরি করা হচ্ছে। মহকুমা স্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভা তুলে আনা হচ্ছে। মণিশংকর মুড়াসিংয়ের মতো জাতীয় স্তরের ক্রিকেটার তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে খেলাধুলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আজ বিলোনীয়া ইন্ডোর ক্রিকেট অনুশীলন শেডের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি ভার্চুয়ালি জিরানীয়া ও কৈলাসহর ইন্ডোর ক্রিকেট অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক নেশামুক্ত প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ফাইনাল ম্যাচের উদ্বোধন করেন। সাতচাঁদ ও ঋষ্যমুখ একাদশ ফাইনাল ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে বিলোনীয়ার বনকরে বিদ্যাসাগর মাছ ও সবজি বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২১ কোটি ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে এই মার্কেট তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করার জন্য রাজ্য সরকার ২১টি একলব্য স্কুল স্থাপন সহ নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহকারী জিলা সভাধিপতি তপন চন্দ্র দেবনাথ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহ সাজাদ পি, জেলা পুলিশ সুপার মৌর্যকৃষ্ণ সি, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ নাথ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেক, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এনসি শর্মা, বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোর সম্পাদক সুব্রত দে প্রমুখ। জিরানীয়া থেকে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, কৈলাসহর থেকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী এক রায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা আজ বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকার জন্য নীরালতা ত্রিপুরাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা স্মারক ও শংসাপত্র তার হাতে তুলে দেন। এছাড়াও এসএসসি (জি.ডি.) জে.এ.জি.আর.এ.টি.-এর কিছু ব্যক্তিকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বেপরোয়া গাড়ির

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তাই নয়, ওই গাড়ির ধাক্কায় এক স্কুলছাত্র সহ কয়েকজন পথচারী আহত হন। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনার পর পুলিশ ও এলাকাবাসী গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করলে চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ক্ষুব্ধ জনতা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালালেও অভিযুক্ত চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে চালক ঘটনাস্থলেই গাড়িটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন ওই চালক হঠাৎ করে এমন তাণ্ডব চালাল এবং গাড়ির ভিতরে কী ছিল। যদিও এই বিষয়ে আমতলী থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত মুখ খুলতে নারাজ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার নিয়ে এনজিটি'র কঠোর হুঁশিয়ারি: বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলোতে ব্যবস্থা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি : দেশের ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এমন উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) দেশের বিভিন্ন প্রধান ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। স্টেডিয়ামগুলো পরিষ্কৃত গৃহীত সেচের জল থাকা সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার অব্যাহত রাখার জন্য শাস্তিমূলক সতর্কবার্তা পেয়েছে।জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ সুরক্ষার একটি মামলার শুনানিতে ট্রাইবুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চ যার নেতৃত্ব দেন চেয়ারপার্সন জাস্টিস প্রকাশ শ্রীরস্তাভ এবং বিশেষজ্ঞ সদস্য ডঃ এ. সেন্টিল ভেল পরিবেশগত নিয়মাবলীর প্রতি "স্পষ্ট অবজ্ঞা" প্রদর্শনের কারণে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল কর্তৃপক্ষের একত্রিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বেশ কিছু উচ্চ-প্রোফাইল স্টেডিয়াম পিচ এবং সবুজাঞ্চল বজায় রাখতে বড় পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল আহরণ করছে। মোহালির আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে প্রতি মাসে প্রায় ৬,০০০ কিলোলিটার ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও কাছাকাছি সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি ট্রিটেড জল সহজলভ্য।পরিষ্কৃত জলের অনুপলব্ধতার দাবিকে বাতিল করে, ট্রাইবুনাল জানিয়েছে যে এই আচরণ আইনের প্রতি অমীমাংসিত মনোভাব প্রকাশ করছে এবং ইতিমধ্যেই চাপযুক্ত ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের জন্য সরাসরি হুমকি। নাগপুর, কলকাতা, লাহলি (হরিয়ানা), থিরুভানন্তপুরম (কেরল), এবং গুয়াহাটি-এর স্টেডিয়ামগুলোরও ভূগর্ভস্থ জল আহরণ অব্যাহত রয়েছে। প্রাসঙ্গিক ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা এবং ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার কমানোর বা বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপের পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে, ট্রাইবুনাল ১২টি ক্রিকেট সংস্থাকে যার মধ্যে দিল্লি, পুনে, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, লখনউ, ইন্দোর, ধরমশালা, রাজকোট, রায়পুর, কটক, এবং মুম্বাই-র স্টেডিয়ামের পরিচালনা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত, প্রতি সংস্থার জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করেছে। এই জরিমানা এনজিটি বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির কাছে দুই সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে।পরবর্তী শুনানি ১৬ এপ্রিল ধার্য্য করা হয়েছে। ট্রাইবুনাল জানিয়েছে, নিয়মিত অমান্য অব্যাহত থাকলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রঞ্জি : গুজরাট ব্যাকফুটে, প্রত্যাশিত লিড নিয়ে জয়ের টার্গেটে ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসের মতো বোলিং সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে মনি শংকর, অভিজিৎরা। সফরকারি গুজরাট কিন্তু এখনো ২২ রানে পিছিয়ে। হাতে তাঁদের উইকেট আরও আটটি। আগামীকাল (রবিবার) অন্তিম তথা চতুর্থ দিনের খেলায় ত্রিপুরার বোলাররা আরও একবার জ্বলে উঠলে হয়তো সরাসরি জয় চলে আসতে পারে ত্রিপুরার হাতের মুঠোয়। রঞ্জি ট্রফির খেলায়। মনি শংকর মুড়াসিংয়ের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা দল কিন্তু দারুন একটা কাজ সেরে নিয়েছে মডেল রাজ্য তথা সফরকারি গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে। আগামীকাল বোলাররা চমক তৈরি করতে পারলে ত্রিপুরা দল দারুন একটা জয়ের উল্লাসে মেতে উঠতে পারবে। গুজরাট দলের অধিনায়ক হিংরাজিয়া ২৩ রানে ও জয়মিত ২৬ রানে উইকেটে রয়েছেন। এদিকে বল হাতে ত্রিপুরা দলের মনি শংকর, অভিজিৎরা। শূন্য রানের প্রথম উইকেট এবং দুই রানে দ্বিতীয় উইকেট দখল করে ত্রিপুরার মনিশঙ্কর, অভিজিৎ গুজরাট শিবিরকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। প্রত্যেকে তাকিয়ে এখন তাঁদের দিকেই। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার বড় কাজটা সেরে নিয়েছে ত্রিপুরা দল। ঠিক এই মুহূর্তে রঞ্জি ক্রিকেটে স্বাগতিক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সফরকারি গুজরাট ২২ রানে পিছিয়ে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও ৮টি। এর আগে স্বাগতিক ত্রিপুরা আজ, শনিবার ২০৮ রান থেকে টেনে দলকে ৪২৭ রানে এসে প্রথমে ইনিংস শেষ করেছে। লিড পেয়েছে ৭৫ রানের। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফি এবারকার লীগ পর্যায়ের অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরা শিবিরে এখন প্রত্যাশা উঁকি দিচ্ছে সরাসরি জয়ের। ত্রিপুরা দলের ইনিংসে বাবুল দে ৩৮ রানে এবং শ্রীদাম পাল ৬৯ রানে আউট হলেও হনুমা বিহারীর ৯০ রানে এবং বিজয় শংকরের অপরাজিত ১৫১ রান রাজ্য দলকে দুর্দান্ত লিড এনে দেয়। শ্রীদাম ৬৯ রান সংগ্রহ করেছে ৮৩ টি বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। বিজয় শংকরের ১৫১ রানের পেছনে ২৫২ টি বল খেলা এবং ১৭ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির স্ট্রোক রয়েছে। রাজ্য দল আজ ৬২ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৭ উইকেটে ২১৯ রান যোগ করে মোট ৪২৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। উল্লেখ্য, দুদিন মিলিয়ে গুজরাটের প্রথম ইনিংসে সমৃদ্ধ ৩৫২ রানের পেছনে অধিনায়ক এম হিংরাজিয়ার অপরাজিত দেড়শ" রান, জয়মীত প্যাটেলের ৬৯ রান এবং প্রিয়াশের ৫২ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে টিম ত্রিপুরার অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ৫২ রানে চারটি, অভিজিৎ সরকার ৭০ রানে তিনটি এবং সন্দীপ সরকার ৬৭ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। এদিকে, গুজরাটের বোলার বিশাল জয়সওয়াল ৬২ রানে চারটি এবং সি গাজা ও এস দেশাই ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন। ৭৫ রানে পিছিয়ে থেকে গুজরাট দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৯ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে। মনিশংকর, অভিজিৎ পেয়েছে একটি করে উইকেট।

কৈলাশহরে জমকালো অনুষ্ঠানে পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে শনিবার সন্ধ্যায় কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে 'জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল' ফুটবল টুর্নামেন্টর জমকালো উদ্ধোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো কয়েক হাজার ক্রীড়া প্রেমী নাগরিকরা।দীর্ঘ ১০ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী "জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট"। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের বলিষ্ঠ উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত তদারকিতে এই টুর্নামেন্টের পুনর্জাগরণ কৈলাশহর তথা সারা রাজ্যের ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে এক অনন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে।মশাল জ্বালিয়ে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা, ঊনকোটি জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার, উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনি চন্দ্রন, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, কৈলাশহর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরুন সাহা সহ বিশিষ্ট জনেরা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আতশ বাজি ও অত্যাধুনিক লেজার শো, ডিজে, ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় পশ্চিম বাংলা মহিলা ফুটবল দল বনাম ত্রিপুরা মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে প্রিতী ফুটবল ম্যাচ। খেলা শেষে মাঠ কাঁপান ইন্ডিয়ান আইডল চেম্পিয়ান গায়িকা মানসী ঘোষ। গোটা অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।প্রায় ১০ সহস্রাধিক ক্রিড়াপ্রেমী নাগরিকদের উপস্থিতিতে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও খেলার উপভোগ করল দর্শকরা।আগামীকাল থেকে ১৬টি শক্তিশালী দল নক-আউট ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামবে। চ্যাম্পিয়ন দল ৫ লক্ষ এবং রানার্স-আপ দল ৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া প্রতিদিনের জন্য থাকছে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' ট্রফি। আগামীকাল ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে খেলার মূল পর্বে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে দর্শকদের জন্য মাত্র ৩০ টাকার বিনিময় টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া সিজন টিকেট ও ভিআইপি টিকেটের ও ব্যবস্থা রয়েছে। টুর্নামেন্টের ব্যাপকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পার্শবর্তী জেলা এমনকি পার্শবর্তী রাজ্য থেকেও দর্শকরা কৈলাশহরে ভিড় করতে শুরু করেছেন। শীতের মরসুমে এক দশকের এই প্রতীক্ষা শেষ হতে চলায় কৈলাশহর যেন এক ফুটবল তীর্থে পরিণত হয়েছে। ফুটবল মাঠ ঘিরে তৈরি হওয়া এই ব্যাপক উন্মাদনা প্রমাণ করছে যে, ১০ বছরের প্রতীক্ষা বৃথা যায়নি। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি গ্র্যান্ড ফাইনালের মাধ্যমে এই মেগা টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটবে।

ক্রীড়া জগতে নতুন দিগন্ত : ত্রিপুরার তিন মহকুমায় সর্বাধুনিক ক্রিকেট প্র্যাকটিস শেডের শুভ উদ্বোধন

আগরতলা, ৩১শে জানুয়ারি।।ত্রিপুরার ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। রাজ্যের উদীয়মান ক্রিকেটারদের উৎসাহ প্রদান এবং আধুনিক পরিকাঠামো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ, শনিবার বেলা ৩ টায় রাজ্যের তিন জেলার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা বিলোনিয়া, জিরানিয়া এবং কৈলাশহরে একযোগে 'অল-ওয়েদার ক্রিকেট প্র্যাকটিস শেড'-এর শুভ উদ্বোধন করা হলো।একযোগে তিনটি ভেন্যুতে বর্ণাঢ্য আয়োজন: রাজ্যের যুবসমাজকে ক্রিকেটের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলতে এই আধুনিক শেডগুলো নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ঋতুভেদে আবহাওয়া নির্বিশেষে খেলোয়াড়রা তাদের অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে তিনটি ভেন্যুতে টিসিএ-র সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিঅনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল তিনটি ভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সরাসরি উপস্থিতি ও ডিজিটাল সংযোগের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়:বিলোনিয়া ভেন্যু: অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বিলোনিয়া ভেন্যুর শুভ সূচনা করেন এবং রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দে।জিরানিয়া ভেন্যু: বিশেষ অতিথি হিসেবে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জিরানিয়া অঞ্চলের তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা ওনার ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।কৈলাশহর ভেন্যু: উত্তর ত্রিপুরার এই ভেন্যুতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তাঁর উপস্থিতিতে কৈলাশহরের ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। টিসিএ-র কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তীরও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।উদ্বোধনী ভাষণে বিলোনিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, 'ক্রীড়া পরি কাঠামোর এই আধুনিকীকরণ আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সফল হতে সাহায্য করবে। আজকের এই অল-ওয়েদার শেড সেই লক্ষ্য পূরণের একটি বড় ধাপ।'ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপটি রাজ্যের ক্রিকেট ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।এই নতুন পরিকাঠামো ভবিষ্যতে ত্রিপুরার প্রতিটি প্রান্ত থেকে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।

আর কে আই স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরে অবস্থিত পিএমশ্রী রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার, জেলার শিক্ষা অধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি ভাস্কর ঘোষ অধিকারী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে প্রধানশিক্ষক নীতিশ বিশ্বাস এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন।জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার তার বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে এই স্কুলের শিক্ষক সংকটের কথা তুলে ধরেন। আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় তার ভাষণে জানান যে, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, এই স্কুলের ক্যাম্পাস হলটি যেহেতু পুরনো হয়ে গেছে, সেজন্য সেটির সংস্কারের জন্য তিনি সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন। পিএমশ্রী আরকেআই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ভাস্কর ঘোষ অধিকারী তার বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামীদিনেও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। স্কুলের শিক্ষিকা সপ্তপর্ণা মজুমদারের উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নাইডু ট্রফি : চালকের আসনে দিল্লি শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে চলেছে ত্রিপুরা। সফরকারি দিল্লি বড় স্কোরের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে দিল্লি ৩৩৫ রানে লিড নিয়েছে। হাতে তাঁদের আরও চার উইকেট বর্তমান। অনুমান করা হচ্ছে দিল্লি আরও শতাধিক রান যোগ করে ত্রিপুরার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। ত্রিপুরা দলের ব্যাটিং লাইন আপ উন্নত না হলে হয়তো ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারবে না। দিল্লি দলের তিন তিনটি সেঞ্চুরি তাদের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে তুলেছে। শুক্রবার ম্যাচের প্রথম দিনে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দল ৫৮ ওভার খেলে ১৪৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে নিলে জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লী দিনের খেলা শেষে ২৬ ওভার ২ বলে ২ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ শনিবার দ্বিতীয় দিনে আরও ৮৭ ওভার ৪ বল খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬৯ রান যোগ করে নেয়। ওপেনার তথা অধিনায়ক অর্পিত রানার ১০০ রানে, দেব লাকরা ১৫৮ রানে আউট হলেও যুগল সাইনি উইকেটে রয়েছেন ১৪৯ রানে অপরাজিত ভূমিকায়। ত্রিপুরা দলের অমিত আলী তিনটি এবং অর্কজিৎ রায় দুটি উইকেট পেয়েছে। দীপেন বিশ্বাস পেয়েছে একটি উইকেট।

শান্তিরবাজারে অনুর্ধ - ১৫ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান কসমোপলিটান ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কিরন মিত্র- র ৭৬ বলে অপরাজিত ১০১ রানে ভর করে চ্যাম্পিয়ান হলো বাইখোড়ার কসমোপলিটান ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার।শনিবার বাইখোড়া স্কুল মাঠে শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুর্ধ -১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মুহুরীপুর জন কল্যাণ সমিতিকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানের খেতাব অর্জন করলো কসমোপলিটান ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মুহুরীপুর জনকল্যান সমিতি নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৪ রান তুলে।দলীয় অধিনায়ক প্রতিম রায় ৪৮ রান ও অরবিন্দ যোগী ৪৪ রান করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাট করতে নেমে বিজয়ী দল কসমোপলিটান ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার ৩৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় ২০৫ রান তুলে নেয়।

কোহলি-রোহিতই চাকরি বাঁচাবেন গম্ভীরের, বলে দিলেন ভারতকে নাকানিচোবানি খাওয়ানো বাভুমা

ভারত সফরে এসে টেস্ট সিরিজে গৌতম গম্ভীরের দলকে নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিলেন। দু'টি টেস্টেই জিতে ভারতকে চুনকাম করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা বুঝিয়ে দিলেন, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা ছাড়া গতি নেই গম্ভীরের। এই দু'জনের জন্যই চাকরি বাঁচবে ভারতীয় কোচের।বাভুমা মনে করেন, যেহেতু ভারতের টেস্ট দলটি একটি সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেই দলের কোচ হিসাবে গম্ভীর বেশ চাপে থাকবেন। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে যেহেতু কোহিল এবং রোহিত এখনও খেলছেন, সেখানে গম্ভীরের চিন্তা অনেক কম। টেস্ট সিরিজে হারার পর ভারত ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে দাপটের সঙ্গে খেলে। এক দিনের সিরিজে বাভুমার দলকে ২-১ ব্যবধানে হারায় ভারত। তিনটি ম্যাচে কোহলি দু'টি শতরান, একটি অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেন। রোহিত দু'টি অর্ধশতরান করেন। 'ইএসপিএনক্রিকইনফো'-র একটি কলামে বাভুমা লিখেছেন, "সবাই দেখেছে ভারত বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার উপস্থিতিতে ওয়ানডে-তে কেমন পারফর্ম করেছে। কিন্তু টেস্টে ওরা কেউই দলে ছিল না। লাল বলের ক্রিকেটে ভারত নিশ্চিত ভাবেই একটা সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।" এর পরই গম্ভীরের প্রসঙ্গ এনে বাভুমা লেখেন, "গম্ভীরের উপর অনেক চাপ রয়েছে। আমার মনে হয় ওঁকে পরিস্থিতি অনুযায়ী এগোতে হবে। লাল বলের ক্রিকেটে নিজের জন্য সময় বের করে নিতে হবে। আমার ধারণা সাদা বলের ক্রিকেটের পারফরম্যান্স ওঁকে সেই সাহায্যটা করবে।" বাভুমার বক্তব্য, ভারতের টেস্ট দলে বেশ কিছু জায়গা এখনও ভরাট হয়নি। এর জন্য গম্ভীরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বুঝিয়েই দিয়েছেন, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে কোহলি ও রোহিতকে দলে দরকার। বাভুমা লেখেন, "এক দিনের ক্রিকেটে কোহলি ও রোহিত স্বাভাবিক ভাবেই পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্বের দিক থেকে অনেক বেশি দায়িত্ব নেবে। তাই এখনই গম্ভীরের চাকরি বাঁচানো খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের জন্য সময়টা বেশ কঠিন হতে যাচ্ছে।" বাভুমার মতে, ভারত এখনই আলাদা ফরম্যাটে আলাদা কোচ নিয়োগের পথে হাঁটবে না। তিনি লেখেন, "ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চায় গম্ভীর যেন আগামী দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত থাকুক। এই সময়ের মধ্যে সব কিছু সব সময় ভাল যাবে না। কিন্তু এটাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে দেখতে হবে।" ইডেনে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিল চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। সেটাকে যে দক্ষিণ আফ্রিকা কাজে লাগিয়েছিল, তাও জানান বাভুমা। তিনি লেখেন, "গিলের মতো একজন সিনিয়র ক্রিকেটারের না থাকাটা আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম। গিলের খেলতে না পারাটা আমাদের পক্ষে গিয়েছিল। ভারতকে অস্থায়ী অধিনায়ক (ঋষভ পন্থ) এবং নতুন চার নম্বর ব্যাটার নিয়ে খেলতে হয়েছিল। গিল টেস্ট দলে ফিরলে ভারত আবার ভারসাম্য ফিরে পাবে।"

'সবাই জানি ও কী করতে পারে', সঞ্জুর উপর পূর্ণ আস্থা টিম ম্যানেজমেন্টের

শনিবার তিরুঅনন্তপুরমে বিশ্বকাপের আগে শেষ 'প্রস্তুতি' ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারতীয় দল। সঞ্জু স্যামসনের ঘরের মাঠ এটা। যদিও এই মুহূর্তে ফর্মে নেই 'ঘরের ছেলে'। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক অবশ্য চেট্টার (সঞ্জুর ডাকনাম) ফর্ম নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। জানিয়েছেন, সঞ্জুর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-টোয়েন্টির আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কোটাক বলেন, "সঞ্জু তো সঞ্জুই। সবাই যতটা রান আশা করে, ও হয়তো ততটা রান করতে পারেনি। কিন্তু এটা খেলারই অঙ্গ। আপনি কখনও পাঁচ ইনিংসে প্রচুর রান করেন। আবার কখনও ব্যর্থও হন। তাই মানসিকভাবে শক্ত থাকাটা খেলোয়াড়ের উপরেই নির্ভর করে। আমরা ওকে মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা রাখা আমাদেরই দায়িত্ব। অনুশীলনে নিয়মিত পরিশ্রম করছে ও। আমরা সবাই জানি সঞ্জু কী করতে পারে। মনে হয় না যে, সঞ্জু সম্পর্কে এর বেশি কিছু বলার আছে।" তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে কুঁচকিতে চোট পেয়েছিলেন ঈশান কিষান। ক'দিন পরেই বিশ্বকাপ। তাই তার আগে তাঁকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকির পথে হাঁটতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। চতুর্থ ম্যাচে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেনি ভারত। তিরুঅন্তপুরমে কি খেলবেন তিনি? "খুব সম্ভবত ও খেলবে। দলের ফিজিওরা ওর উপর নজর রাখছেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের উপরেই ওর মাঠে নামার ব্যাপারটা নির্ভর করছে" বলে দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী। কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের চার ম্যাচে মাত্র ৪০ রান করেছেন সঞ্জু। তাঁর গড় মাত্র ১০। স্ট্রাইক রেটও আহামরি নয়। শেষ পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৩৭, যা গত বছরের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এসেছিল। শেষ দশ ম্যাচের পরিসংখ্যান আরও করুণ। সেখানে সব মিলিয়ে করেছেন মাত্র ১২৮ রান। গড় ১২.৮। এত ব্যর্থতার পর তাঁর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।দু'বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ঈশান কিষান। তিনি উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে ওপেনিংয়েও সাচ্ছন্দ্য। প্রশ্ন উঠছে, দলে তিলক বর্মা ফিরলে কি সুযোগ পাবেন সঞ্জু? এদিকে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সঞ্জুকে নিয়ে অশ্বিন বলেন, "ও যদি খারাপ খেলোয়াড় হত, তাহলে এই জায়গায় পৌঁছতে পারত না। কিন্তু মাথায় অনেক চিন্তা থাকলে বলের লাইন, লেংথ বুঝতে অসুবিধা হয়। ওর মাথায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু ঘুরছে।" পাহাড়প্রমাণ চাপের মধ্যেই যে নিজের ঘরের মাঠে নামতে চলেছেন সঞ্জু, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'যারা মেয়েদের সম্মান করতে জানে না', রানির 'মর্দানি ৩'-এ মুগ্ধ স্মৃতি কাকে বিঁধলেন?

যে দেশে পূজিতা নারীশক্তি, সেই মাটিতেই নারীর অবমাননা! সেটা বাস্তবের মাটিতে হোক বা রুপোলী পর্দায়। যিনি দেশকে বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেন, সেই ক্রিকেটারকে সহ্য করতে হয় হৃদয়ভঙ্গের যন্ত্রণা। আবার নারীপাচার কারবারিদের রমারমা ঠেকাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয় মহিলা পুলিশ অফিসারকে। প্রথমজন স্মৃতি মন্ধানা, বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার। অন্যজন শিবানী শিবাজি রায়, ওরফে রানি মুখোপাধ্যায়। 'মর্দানি ৩' সিনেমার মূল চরিত্র। সেই সিনেমার ট্রেলার দেখে স্মৃতি লিখলেন, 'মেয়েদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।'রানি মুখোপাধ্যায়ের 'মর্দানি' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবির ট্রেলার দেখে মুগ্ধ স্মৃতি। শুক্রবারই মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। যার ট্রেলার দেখে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভারতীয় ক্রিকেটের 'রানি' লিখেছেন, 'একটি মেয়ের জীবন অমূল্য। মেয়েদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেক কিছু নীরবে সহ্য করি। মেয়েদের সুরক্ষা নিরাপদ করা দেশের কর্তব্য। যাতে তারা স্বপ্ন দেখে, দেশকে জয়ী করতে পারে। মর্দানি ৩-র ট্রেলার দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি শুধু প্রার্থনা করি, যাতে সমাজের সবাই এগিয়ে এসে মেয়েদের রক্ষা করতে পারে। যে সমাজ মেয়েদের সম্মান দিতে জানে না, সেটা কোনও সমাজই নয়। চলুন, একসঙ্গে নিরাপদ দেশ গড়ে তোলা যাক।'স্মৃতি ইউনিসেফের সঙ্গে যুক্ত। তবে স্মৃতি যেভাবে 'মর্দানি ৩'-র প্রশংসা করেছেন, তা কি শুধুই ট্রেলার দেখে? বিশ্বকাপ জয়ের পরই গায়ক পলাশ মুছলের সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল স্মৃতির। কিন্তু সেই বিয়ে ভেস্তে যায়। যার জন্য পলাশের লাম্পট্যকে দায়ী করা হয়। এমনকী বিয়ের রাতেই নাকি পলাশকে অন্য এক নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায়। 'মর্দানি ৩'-র প্রশংসার ছলে কি সেটাকেও ইঙ্গিত করলেন স্মৃতি? উল্লেখ্য, 'মর্দানি ৩'-র ট্রেলারে দেখা যায়, ঘৃণ্য অপরাধের সুতো ধরে টান দিতেই মূলচক্রী 'আম্মা'র খোঁজ পান শিবানী। এই 'আম্মা'ই ছোট ছোট শিশুকন্যাদের ত্বক থেকে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারের চক্র চালায়। কতটা অন্ধকার তার সাম্রাজ্য? পুতিগন্ধময় অলি-গলিতে ঢুকে সেই খতরনাক মহিলার টিকি খুঁজে পেতে কম কসরত করতে হয় না 'শিবানী' রানিকে! সেই কাহিনিই দেখা যাবে 'মর্দানি ৩' ছবিতে।

দুইজন বাংলাদেশিকে আটক করল বিএসএফ

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি : বর্ডার এলাকার জয়পুর থেকে দুজন বাংলাদেশি যুবককে আটক করে বিএসএফ ৪২ নং ব্যাটেলিয়ান। পরবর্তী সময়ে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, গতকাল বর্ডার এলাকার জয়পুর থেকে বিএসএফ ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়ান দুইজন বাংলাদেশিকে আটক করেছে। ধৃতদের নাম জাহাঙ্গীর মিয়া ও হৃদয় সরকার। তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ।

বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল তারা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ তাদের আটক করে। পরবর্তী সময়ে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতদের আজ আদালতে প্রেরণ করা হবে।

ধর্মনগরে বৃদ্ধ নিখোঁজ, এলাকায় চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ৩১ জানুয়ারি: ধর্মনগর দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাফলঙ গর্জনটিলা এলাকায় এক বৃদ্ধের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম মন বাহাদুর সোনার।

জানা গেছে, গত ২৭ তারিখ মঙ্গলবার মন বাহাদুর সোনার তাঁর বাড়ি থেকে শিবপুর কলোনিতে অবস্থিত গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজ ব্যক্তির ছেলে জয় বাহাদুর সোনার জানান, ঘটনার পর থেকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে মন বাহাদুর সোনারের সন্ধান পেতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শহরের অবৈধ ফ্লেক্স ও ফেস্টুন তুলে নিল পুর নিগম

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: শহরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবৈধ ফ্লেক্স ও ফেস্টুন তুলে নিল পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স। আজ সেন্ট্রাল জোনের উদ্যোগে কের চৌমুহনী এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানের সময় রাস্তার দু'পাশে ও বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ঝুলে থাকা অবৈধ ফ্লেক্স, ফেস্টুন ও ব্যানার খুলে ফেলা হয়।

পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, অনুমতি ছাড়া লাগানো এইসব ফ্লেক্স ও ফেস্টুন শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করার পাশাপাশি যান চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। সেই কারণেই নিয়ম মেনে শহর পরিষ্কার রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নিগম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের অভিযান চলবে এবং অবৈধভাবে ফ্লেক্স বা ব্যানার লাগালে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কাজ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা 'হরিলুট': রাধাপুরে রেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগা প্রকল্পের কাজ না করেও সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাস্তার এক কোদালও কাজ হয়নি, অথচ খাতায়-কলমে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভূমিহীন কলোনি এলাকায়। অভিযোগ অনুযায়ী, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র থেকে মনোরঞ্জন নাথের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তার মাটি কাটার জন্য ৫৩৮ শ্রমদিবস দেখিয়ে মোট ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩১৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বছরেও রাস্তার কোনো সংস্কার কাজ বাস্তবে করা হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়, রাস্তার ধারে টাঙানো সাইনবোর্ডে উল্লেখ রয়েছেচলতি অর্থ বছরের জুলাই মাসেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অথচ স্থানীয়দের অভিযোগ, আজও রাস্তায় মাটির একটি কোপও পড়েনি। এই রাস্তা অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে যাওয়া শিশু ও এলাকাবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শাসক দলের কিছু প্রভাবশালী নেতার সহায়তা ছাড়া এমন দুর্নীতি সম্ভব নয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় জনমনে ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে কি না।

কেন্দ্রের মনরেগা নীতি 'কাগুজে প্রকল্পে' পরিণত করার অভিযোগ কংগ্রেসের

তেলিয়ামুড়া, ৩১ জানুয়ারি: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন রেগা প্রকল্প পরিবর্তন ও দুর্বল করার অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণে নামল কংগ্রেস দল। শনিবার তেলিয়ামুড়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ বলেন, "গরিবের কাজ কেড়ে নিয়ে সরকার কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করছে।"

তিনি অভিযোগ করেন, মনরেগার নাম পরিবর্তন করে ভিবি জি রাম জি করা হয়েছে, যা গ্রামীণ মানুষের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার সমতুল্য। নতুন আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষমতা হ্রাস করে ঠিকাদারের হাতে কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বানি ঘোষ দাবি করেন, বরাদ্দ কমানো, কাজের দিন হ্রাস এবং সময়মতো মজুরি না মেটানোর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ চরম সংকটে পড়েছেন।

তিনি বলেন, এই সরকার গরিবের পরিশ্রমের ঘামকে সম্মান করতে জানে না। কাজ চাইলে লাঠি, আর প্রশ্ন তুললে নোটিসএটাই বিজেপি শাসনের বাস্তব ছবি।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেত্রী আরও অভিযোগ করেন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোকে একে একে দুর্বল করা হচ্ছে, যার ফলে মহিলা ও শিশুদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়ছে।

পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও কাজের অভাবের কারণে গ্রামীণ পরিবারগুলি দিশেহারা হলেও সরকার শুধুমাত্র আত্মপ্রচারে ব্যস্ত।

কংগ্রেসের হুঁশিয়ারি, মনরেগা সহ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই 'জনবিরোধী নীতি'-এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

শান্তিপল্লী মিশনে জেলাভিত্তিক "স্পর্শ" কুষ্ঠ সচেতনতা অভিযান

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি; 'কুষ্ঠকে জানুন, কুষ্ঠ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন'- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গতকাল ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালের অধীন শান্তিপল্লী মিশনে জেলাভিত্তিক ''স্পর্শ'' কুষ্ঠ সচেতনতা অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। কুষ্ঠ রোগীদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কুষ্ঠ আধিকারিক ডা. অয়ন রায়, কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালের দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ লোপামুদ্রা দাস, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান স্বপ্না পাল দে, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি পঞ্চায়েত সদস্য লাবলু দত্ত ও শান্তিপল্লী মিশনের দায়িত্বে থাকা সিস্টার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ অয়ন রায় কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূর করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, কুষ্ঠ কোনও অভিশাপ নয়, এটি একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। সময়মতো এম.ডি.টি. চিকিৎসা শুরু করলে এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব এবং এর ফলে কোনো শারীরিক বিকৃতিও ঘটে না। প্রধান স্বপ্না পাল দে তাঁর বক্তব্যে কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের এবং তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে রাখার আহ্বান জানান। এই কর্মসূচির অন্যতম দিক ছিল রোগীদের উৎসাহিত করা। শিবিরে উপস্থিত ২৮ জন কুষ্ঠ রোগীর প্রত্যেকের হাতে উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি এবং নিয়মিত ওষুধ সেবনের গুরুত্ব বোঝাতে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি পল্লী মিশনের সিস্টার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ৮০ জন এলাকাবাসী শপথ গ্রহণ করেন যে, তাঁরা কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না এবং এলাকায় রোগ শনাক্তকরণে স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে সহযোগিতা করবেন। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

চোখের জলে অবসর নিলেন কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলের শিক্ষিকা কবিতা চৌধুরী

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি : দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের ইতি টেনে চোখের জলে বিদায় নিলেন কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলের প্রবীণ শিক্ষিকা কবিতা চৌধুরী। শনিবার, ৩১ জানুয়ারি, আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন তিনি।

জানা যায়, ১৯৯০ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা চৌধুরী। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে তিনি কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলে যোগ দেন। দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের শিক্ষকতা জীবনের শেষে এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত এই বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যরা, প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বর্তমান পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে বিদায়ী শিক্ষিকা কবিতা চৌধুরীকে সামান্য উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই আবেগে ভেঙে পড়েন কবিতা চৌধুরী। কখনও সহকর্মী শিক্ষিকাদের জড়িয়ে ধরে, কখনও তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে টেনে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে দেখা যায় তাঁকে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মায়ের মতো করেই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বকুনি ও শাসন করেছেন। এই বিদায়ের মুহূর্তে যেন কেউ তাঁর উপর কোনও অভিমান না রাখেএটাই ছিল তাঁর আবেদন। তাঁর কথায়, ছাত্র-ছাত্রীদের শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, পড়াশোনার মাধ্যমে তারা যেন ভবিষ্যতের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিজেদের মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীদের নিয়ে পরিবার একসাথে থেকেছেন, আজ অবসরের পর তাঁদের ছাড়া কীভাবে থাকবেনতা ভেবেই মন ভারী হয়ে উঠছে।

এদিন শুধু বিদায়ী শিক্ষিকার চোখেই জল ছিল না, আবেগে ভিজে ওঠে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের চোখও। সবাই চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানান।

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বক্তব্য, কবিতা চৌধুরী শুধুমাত্র একজন শিক্ষিকা নন, তিনি মায়ের মতো করে ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করেছেন। তাঁর এই অবদান কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল চিরদিন স্মরণে রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

কল্যাণপুরে ৩ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ জানুয়ারি: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে কল্যাণপুর থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ হাজার পরিপক্ক গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। ঘটনাটি কল্যাণপুর থানাধীন তিনগরিয়াবাড়ি ও তুইহাচিংবাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাত আনুমানিক ১টা থেকে ২টার মধ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার এসডিপিও রোহন কৃষাণ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর থানার ওসি আশিষ সরকার, বাইজালবাড়ি থানার ওসি যুগল ত্রিপুরা, এসআই অঞ্জন দেববর্মা সহ সিআরপিএফ ও টিএসআর বাহিনীর সদস্যরা।

রাতের অন্ধকারে অভিযান চালানো হলেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুতি। ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অভিযানটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পুলিশের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ গাঁজা চাষের অভিযোগ আসছিল। দিনের বেলায় এই ধরনের অভিযানে ঝুঁকি থাকায় গভীর রাতেই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অভিযানের শেষে গাঁজার বাগান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও অবৈধ গাঁজা চাষ ও মাদক সংক্রান্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এ ধরনের কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

করিমপাড়ায় চুরি-কাণ্ডে উত্তেজনা গ্রামবাসী পুলিশের দ্বারস্থ

ধর্মনগর, ৩১ জানুয়ারি : লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের করিমপাড়ায় চুরি-কাণ্ডকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, চোরকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার পর অভিযুক্ত ও তার পরিবার হুমকি দিচ্ছে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় করিমপাড়ার বাসিন্দা নাজিম উদ্দিনের বাড়ি থেকে নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়। চুরিকে স্থানীয় বাসিন্দা নুরুজ আলী ধরা পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে জাকির হোসেনকে আটক করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

পুলিশ ধৃতকে আদালতে সোপর্দ করলে সে জামিনে মুক্তি পায়। অভিযোগ, জামিন পাওয়ার পর থেকেই জাকির হোসেন ও তার বাবা আব্দুল হান্নান ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থ, গ্রামের জনপ্রতিনিধি এবং নেতৃত্বদানকারী কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হুমকি দিতে শুরু করেন। এমনকি গ্রামের কয়েকজনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার সকালে করিমপাড়ার সমস্ত অংশের মানুষ একত্রিত হয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং চুরাইবাড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ন্যায্য বিচারের দাবি জানান।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, চোর ও তার পরিবার প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে তারা গ্রাম নেতৃত্বকে ফাঁসিয়ে দেবে। এ ভয় ও আতঙ্কে গ্রামবাসীরা আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশ আশ্বস্ত করেছে যে গোটা ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হবে।

তবে এ ঘটনা করিমপাড়া জুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে, এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে এখনও চাপ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে।

তেলিয়ামুড়া বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

তেলিয়ামুড়া, ৩১ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়ার বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শনিবার অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রঙিন পতাকা ও ব্যানারে সুসজ্জিত বিদ্যালয় চত্বর পুরো অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পুর পিতা রূপক সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ পুর পিতা মধুসূধন রায়, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, পুর পরিষদের কাউন্সিলর রঞ্জন মালাকার ও ইন্দ্রজিৎ দাস, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক পরিমল নন্দি, সভাপতি প্রদীপ ধর সহ আরও বহু বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত কুমার দাস স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর পিতা রূপক সরকার বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ, দলগত মনোভাব ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়ক বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যান্য অতিথিরাও তাঁদের বক্তব্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ও এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

একই রাতে কাঞ্চনমালায় দুই বাড়ি থেকে তিনটি গবাদি পশু চুরি

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: কাঞ্চনমালা এলাকায় ফের গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দুই পরিবারের বাড়ি থেকে একই রাতে মোট তিনটি গবাদি পশু চুরি হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনন্ত রায় ও তপু বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে গবাদি পশু পালন করছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তারা তাদের গবাদি পশুগুলোকে ঘরে রাখার পর ঘুমিয়ে যান। শনিবার সকালে গরু বের করতে গেলে তারা দেখেন গরুগুলি নিখোঁজ। পরে বিদ্যালয়ের মাঠের গ্যালারির সামনে গবাদি পশুর দড়ি কাটা অবস্থায় এবং গোবর পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারেন, গরুগুলি চুরির হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং আমতলী থানায় জানানো হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত দুই কৃষক সাংবাদিকদের জানান, কাঞ্চনমালা এলাকায় এর আগেও একাধিক গবাদি চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে এলাকায় গবাদি বোঝাই গাড়ি চলাচল শুরু হলে চুরির ঘটনা বেড়ে যায়। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ে স্থাপিত নিরাপত্তা ক্যাম্পে মাত্র দুইজন কর্মী থাকায় পর্যাপ্ত নজরদারি হয় না।

গরুপালকরা অভিযোগ করেছেন, বালি বোঝাই গাড়ি ধরতে পুলিশ বেশি তৎপর হলেও চোর ধরতে তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ক্যাম্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী দেওয়া হোক এবং চুরি হওয়া গরুগুলি উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১২ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: নেশা বিরোধী অভিযানে বোধজংনগর থানার অন্তর্গত রাজচনতাই এলাকায় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১২ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজা চাষ চলছিল। খবর পেয়ে বোধজং নগর থানার পুলিশ অভিযান চালায় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গাঁজা গাছ চিহ্নিত করে সেগুলি কেটে ধ্বংস করা হয়।

ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এসডিপিও সুব্রত বর্মন। তিনি জানান, মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যে মাদক নির্মূলে কোনও রকম আপস করা হবে না। অবৈধ গাঁজা চাষ বা মাদক সংক্রান্ত যেকোনও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঊনকোটি জেলায় আয়ুষ চিকিৎসকদের জেলা পর্যায়ের বিশেষ পর্যালোচনা সভা

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: আজ ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-এর কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলার সমস্ত আয়ুষ মেডিকেল অফিসার, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ কার্যক্রম এর অধীন সকল আয়ুষ মেডিকেল অফিসার এবং আয়ুষ ফার্মাসিস্টদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা পর্যায়ের সমন্বয় ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সি.এম.ও.) ডা. শীর্ষেন্দু চাকমা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রূপক চাকমা, জেলা আয়ুষ নোডাল অফিসার ডা. অয়ন রায় এবং আয়ুষ জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ শাশ্বতী দেবনাথ। সভার মূল লক্ষ্য ও আলোচনা এবং উদ্দেশ্য ছিল জেলা স্তরে আয়ুষ পরিষেবার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা।

সভায় মোট ২৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ডা. শীর্ষেন্দু চাকমা তাঁর বক্তব্যে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আয়ুষ চিকিৎসার গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে স্ক্রিনিং ও চিকিৎসার মানোন্নয়নের ওপর জোর দেন। আয়ুর্বিদ্যা প্রোগ্রামের সাথে আর বি এস কে প্রোগ্রামের সমন্বয়ের উপরেও সভায় আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের কাছে আয়ুষ চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার অগ্রগতি যাচাই করা, সমন্বয় বৃদ্ধি, আরবিএসকে মেডিকেল অফিসার এবং আয়ুষ ফার্মাসিস্টদের মধ্যে কাজের সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করা, আয়ুষ চিকিৎসা সম্প্রসারণে ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহ এই হাসপাতালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উন্নততর আয়ুষ পরিষেবা প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জেলা আয়ুষ নোডাল অফিসার ডা. অয়ন রায় এবং জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ শাশ্বতী দেবনাথ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের সমস্যাগুলি শুনেন এবং তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

চুরি যাওয়া বাইক ও স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধারে বড় সাফল্য পুলিশের

আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: গত ডিসেম্বর মাসে চুরি যাওয়া দুটি বাইক সহ ছয়জন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় এনসিসি থানার পুলিশ। এই সাফল্যের পর ধৃত চোরদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসে পুলিশের।

এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট মহকুমার এসডিপিও সুব্রত বর্মন। তিনি জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আরও চারটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয় এবং আরও একজন চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় এনসিসি থানার পুলিশ। এর পাশাপাশি গোয়ালাবস্তি এলাকা থেকে চুরি যাওয়া একটি স্বর্ণের চেইনও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চুরি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান ও তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas